নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে শত শত মানুষের বিক্ষোভ
● ● ● ●
সারে-জমিন

ডেউচা-পাঁচামির গতিবিধি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যসচিব
রূপসী বাংলা

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর লেবাননে এখন কী হবে
সম্পাদকীয়

সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্মদিনে বেগম রোকেয়া স্মরণ
সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৪ জানুয়ারি, ২০২৫
১৯ পৌষ ১৪৩১
২ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

হাইল্যান্ডার’দের মাটিতে নামাল মহামেডান
● ● ● ●
খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 4 ■ Daily APONZONE ■ 4 January 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

R.H. ACADEMY

স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা

Estd: 2016

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS X1

Coaching Institute of Medical and Engineering

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।

● ● ● ● ●

প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা

● ● ● ● ●

ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

Call us

9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

প্রথম নজর

চোখের জলে শেষ বিদায় কাউন্সিলর বাবলা সরকারের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: চোখের জলে শেষ বিদায় জানালেন মালদা জেলার মানুষ। মৃত বাবলা সরকারের শেষকৃত্যের আগে বাবলা সরকারের নিজস্ব কাউন্সিলর কার্যালয় সহ ওয়ার্ড এর বিভিন্ন এলাকায় মৃতদেহ নিয়ে ঘোরানো হয় ফুল দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারপর রথবাড়ি তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে তার মরদেহ নিয়ে এসে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব সহ মন্ত্রী ববি হাকিম, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, সাংসদ মৌসুম বেনজির নূর সহ অন্যান্য দলেরও বিভিন্ন নেতৃত্বরা এসে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠের, মাঠের লাইফ মেম্বার থাকায় তাকে ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ইংরেজবাজার পৌরসভার সামনে কাউন্সিলর হিসাবে তাকে পৌরসভার সকল কর্মীরা ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। অবশেষে সেখান থেকে ইংরেজবাজারের সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানের শেষকৃত্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। হাজার হাজার মানুষ শামিল হোন সেখানে।

লালবাগে তৃণমূলের বনভোজন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ বিধানসভায় তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বুথ ভিত্তিক কর্মশালা এবং বনভোজন করা হল বৃহস্পতিবার। এদিন লালবাগ মতিঝিল সংলগ্ন একটি আম বাগানে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তৃণমূলের বুথ স্তরের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বার্তা প্রদান করেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদিকা শাওনী সিংহ রায়ের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বিধায়ক সৌমিক হোসেন, আশীষ মার্জিত, সাহিনা মমতাজ বেগম, মহম্মদ আলী, হাসানুজ্জামান শেখ, ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোলাম মহম্মদ আকবরী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতারা।

১০ বছর ধরে অকেজো সাবমার্সিবল পাম্প, রা কাড়ছে না প্রশাসন

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসী হাটা নয়াটোলা ও মস্তান মোড় এলাকায় দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দুইটি সাব মার্সিবল পাম্প অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। যে কোনও দিন সাব মার্সিবলের যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যেতে পারে। ক্ষোভ স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ ১০ বছর আগে এম এস ডি পি (MSDP) ফান্ড থেকে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা করে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি সাব মার্সিবল পাম্প বসানো হয়। অভিযোগ, সাব মার্সিবল পাম্প চালু হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যে খারাপ হয়ে যায়।

পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লক প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমা খাতুন বলেন, স্থানীয়রা আমাকে বিষয়টি জানিয়েছে। মেরামত করতে গেলে যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। পঞ্চায়েত থেকে মেরামত করা সম্ভব নয়। আমি বিডিও কে বিষয়টি জানাবো। স্থানীয় বাসিন্দা আববাস আলি বলেন, গ্রামে ট্যাপ কলের ব্যবস্থা থাকলেও সকাল ও সন্ধ্যা জল পাওয়া যায়। তবে দোকানদারদের খুব সমস্যা হয়। এই সাব মার্সিবল পাম্প দুটি মেরামত করে দিলে স্থানীয়দের পাশাপাশি দোকানদারদের জলের সমস্যা মিটে যাবে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ হারাল ৫১ বাঙালি, প্রতিবাদ বাংলা পক্ষ-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ১৯৩৫ সালে বাংলার মাটিতে যাদবপুরে বাঙালি বিজ্ঞানী জে এন রায়ের হাতে গড়া বিখ্যাত জীববিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি থেকে বছরের প্রথম দিনে কর্মচ্যুত করা হল ৫১ বাঙালি। এর প্রতিবাদে শুক্রবার বাংলা পক্ষর ব্যাপক বিক্ষোভ জমায়েত হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক কুশনাভ মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা গ্রামীণের জেলা সম্পাদক দেবাশীষ মজুমদার সহ বাংলা পক্ষর বড় সংখ্যক সদস্য সহযোদ্ধারা। বাংলা পক্ষর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইউপি থেকে আসা বিভা ট্যান্ডন ডিরেক্টর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শুরু করেন বাঙালি বিদ্বেষী নানা কর্মকাণ্ড। ২৫-৩০ বছর ধরে কাজ করা বাঙালি ঠিকা কর্মীদের তাড়িয়ে ইউপির কোম্পানিকে টেন্ডার দিয়ে ইউপি বিহার থেকে কর্মী আনান তিনি। ঠিক বিশ্বভারতীকে যেভাবে ধ্বংস করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই এক মডেলে বাংলার আরেক গর্ব এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মাননা ভাটনগর পদকপ্রাপ্ত বাঙালি বিজ্ঞানী দীপ্যমান গাঙ্গুলীকে এক প্রকার এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়েছে এই বিভা টেন্ডন বলে অভিযোগ বাংলা পক্ষর। এ নিয়ে বাঙালি ঠিকা কর্মী, গবেষক ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞানীদের বিক্ষোভ চলছিল ইনস্টিটিউটের ভিতরে। শুক্রবার বাইরে থেকে সেই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে বিরাট জমায়েত করে বাংলা পক্ষ। বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে বলেন বাংলার মাটিতে বাঙালি কর্মী তাড়িয়ে বহিরাগত ঢুকিয়ে বাঙালি জাতির উপর এই আক্রমণ বাংলা পক্ষ মেনে নেবে না। সকল বাঙালিকে কাজ ফিরিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি করা হয়।

ডেউচা-পাঁচামির কাজর গতিবিধি নিয়ে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সফরে এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। তাঁকে স্বাগত জানাতে বোলপুর স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল) অশোক প্রসাদ, ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ শ্যাম সিংহ, এবং জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সহ পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা। ট্রেন সহযোগে বোলপুর স্টেশনে নামার পর মুখ্যসচিব সিউড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখান থেকে ডেউচা পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি মহম্মদবাজারের বিডিও অফিসে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের তত্ত্বাবধানে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক হয়।

এই সফরকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং কয়লাখনি প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি প্রসাশনিক মিটিং থেকে সরাসরি বীরভূম জেলা শাসকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।বীরভূম জেলা শাসক, কয়েকটা থানার আইসি,বালি পাচার থেকে শুরু করে ডেউচা পাচামি র কাজের বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বীরভূম আগে যে গতিতে কাজ শুরু হয়েছিল সেখানে কি এমন হল যে সেখানে বেশি করে বালি পাচার হচ্ছে। এমনকি ডেউচা পাচামি তে কেউকেউ কি করছে কার ইঙ্গিতে করছে সব নজর আছে। বীরভূম নিয়ে আগে যতটা খুশি ছিলাম এখন ততটা নয়। সেই মিটিং থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা সফরে তথা ডেউচা পাচামি পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সেই প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর ডেউচা পাচামি পরিদর্শন। সেইসাথে এলাকায় প্রশাসনিক মিটিং করে কাজের গতিবিধি সহ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ,পিডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিবি সেলিম, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডঃ আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ, অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিডিও, বিএলআরও সহ সরকারি অন্যান্য অফিসাররা। এছাড়াও ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল) অশোক কুমার প্রসাদ, ডিআইজি (বর্ধমান রেঞ্জ) শ্যাম সিং, বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি, আইসি, ওসিরাও হাজির ছিলেন বৈঠকে। মিটিং শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন যে - মাইনিং এর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সে বিষয়ে রিভিউ করা হয়। ৩২৬ একর জমি চিহ্নিত হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে বাকি কাজগুলো শুরু হয়ে যাবে। আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনিং এর যে প্রস্তুতি আছে সেটাও শুরু করা হবে। খুব সুন্দর ভাবে সকলকে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।

হেলে পড়েছে পুরনো ভবন, বন্ধ করা হল বারুইপুর হাইস্কুলের শ্রেণি কক্ষ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: স্কুল ভবনের বেহাল অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হল বহু প্রাচীন বারুইপুর হাইস্কুলের শ্রেণিকক্ষ। বারুইপুর হাইস্কুলের পুরনো ভবনের অবস্থা এতটাই বেহাল যে, কর্তৃপক্ষ সেখানে ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে। এই ভবনের পিছনের দেওয়ালের একাংশ বসে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে হেলে গিয়েছে। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি পূর্তদপ্তরের লোকজন এসে বেহাল ভবনটি পরীক্ষা করার পর একে 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে চিঠির দিয়ে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।আর ওই ভবন অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন শিক্ষকরা।এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক শুভজিত সেনাপতি বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকেও এই বিষয় টি জানানো হয়েছে।

তবে কবে এই স্কুলের এই ভবন সংস্কার হবে,তা বলতে পারব না। বারুইপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে রয়েছে এই বারুইপুর হাইস্কুল।বহু কৃতি সন্তান এই স্কুল থেকে তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৫৮ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল এই দোতলা ভবনটি। এই ভবনের অধিকাংশ ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল ধরেছে। সিলিং থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। মেঝে ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে।

পিছনের দিকে যে দেওয়ালটি রয়েছে,সেটি ও বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে। এই ভবনের পিছনেই স্কুলের নতুন ভবন। তার সামনেই ছোট ছোট পড়ুয়ারা খেলাধুলো করে। ওই দেওয়াল ভেঙে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা শিক্ষক ও অভিভাবকদের।

বাণীপুরে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম লোক সংস্কৃতি মেলার বর্ণাঢ্য সূচনা

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন:শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬৯ তম বাণীপুর মেলা। চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুক্রবার নয় দিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন পটচিত্রশিল্পী কল্পনা চিত্রকর। এই মেলা হল রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম লোক সংস্কৃতি উৎসবের মেলা। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই মেলায় অংশ নিতে আসেন। নাচ, গান, নাটক, বিকিকিনির আসর সব মিলিয়ে শীতে জমজমাট এই মেলার বেশ গুরুত্ব রয়েছে পর্যটকদের কাছে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, মহকুমা শাসক সোমা দাস, হাবড়া এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস, হাবড়া - ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবীর কুমার দন্ডপাঠ, হাবড়ার আইসি অনুপম চক্রবর্তী, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, গোবরডাঙ্গা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি, ইলা বাগচি, অনুসূয়া মন্ডল প্রমুখ। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম লোক উৎসব মেলা হল বানীপুর মেলা। শান্তিনিকেতনের পর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম লোক সংস্কৃতি উৎসব এটি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে এত বড় এবং প্রাচীন মেলা অন্যথা নেই। জানা গিয়েছে, অতীতে এই মেলা উপলক্ষে বানীপুর এলাকায় বলদ দৌড় হলেও স্থান সংকুলানে আজ তা আর হয় না। তবে ঐতিহ্য মেনে আজও প্রায় সহস্রাধিক স্টল নিয়ে হচ্ছে এইবানীপুর মেলা। ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। এ বছরও বাড়তি আকর্ষণ রয়েছে মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলা সবলা মেলা। রয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী, বৃহৎ আকৃতির সবজি ও ফলমূল দেখতে এই প্রদর্শনীতে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। রয়েছে মূল মঞ্চ সহ একাধিক লোক উৎসবের স্টেজ। সেই মঞ্চ গুলিতে প্রতিদিনই রয়েছে নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নাটক গান কবিতা সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলার লোক সংস্কৃতি ও রাজ্যের নানা জায়গার শিল্পে সম্ভার নিয়ে এই মেলায় হাজির হন বিক্রেতারা। খুঁটিনাটি জিনিস থেকে ঘর সাজানো, এমনকি বাঁশের তৈরি নানা হাতের কাজের জিনিসও মেলে এই মেলায় এলেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর মেলায় নজরদারি চালানোর জন্য বাড়তি পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও সিসিটিভির নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুলতলিতে হিমঘরের দাবি সিপিএমের

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন ব্লক কুলতলী ,যেখানকার অধিকাংশ মানুষজন দিন মজুর। যাদের দিন যাপন হয় কৃষি কাজ করে উপার্জিত অর্থে। দীর্ঘ দিন ধরে বছরের পর বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আইলা ইয়াস ফনি বুলবুল যশ সহ একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কৃষির দফারফা হচ্ছে। যে সমস্ত পরিবারের একমাত্র জীবিকা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ হয় ও রুজি-রুটি ব্যবস্থা হয়।

আর সেই সমস্ত কৃষকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করার পর সেই সমস্ত ফসল বাজার জাত করার মাধ্যম সমস্যা বহুল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য হিমঘরে না রাখার ব্যবস্থা থাকায় অতি দ্রুততায় তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে পড়ছে অসংখ্য কৃষক। এই কৃষকদের কথা মান্যতা দিতে সিপিআইএম কুলতলি এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে কুলতলী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দফরে স্মারকলিপি পেশ করে তারা।

বাসন্তীতে অটো মারুতি সংঘর্ষ, আহত ৫

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: সাত সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন পাঁচজন। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত চৌকিদার মোড় এলাকায়।গুরুতর জখমরা বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।জখমদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর এদিন সকালে চৌকিদার মোড় এলাকায় একটি মারুতি গাড়ির সাথে একটি যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনায় জখম হয় পাঁচজন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের কে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয় বাসন্তী থানার পুলিশ। ঠিক কি ভাবে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো,সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাড়ি-বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু ভূমি দফতরের আধিকারিকের

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন:চারচাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখী ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিকের, শোকের ছায়া এলাকায় কান্দিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের।

জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত রনগ্রাম এলাকায় মারুতি স্কোরপিও গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখী সংঘর্ষের জেরে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর বাইকে দুমড়ে মুচড়ে যায় সেখানেই গুরুতর জখম হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের।পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম অর্ক সাহা। বাড়ি শক্তিপুর এলাকাতে। বেশ কয়েক বছর আগেই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেছিলেন। বর্তমানে কান্দি ব্লকের অন্তর্গত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের রেভিনিউ পদে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ তিনি অফিস শেষ করে বহরমপুরে যাচ্ছিলেন আর যাওয়ার পথেই কান্দি থানার রণগ্রাম এলাকাতে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে।

দোমোহনার মাদ্রাসায় অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা অঞ্চলের গোপালপুরে অবস্থিত মাদ্রাসা নাজমুল হুদা লি তাহফিজীল কুরআন সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। পবিত্র কোরআন মাজিদের তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা গজল, হামদ, নাত, বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বীন দরদি সোলাপুকুর মাদ্রাসার সম্পাদক হায়দার আলির ইন্তেকাল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের দ্বীন দরদী কওমের খিদমতগার বর্ধমান শহরের ঐতিহ্যপূর্ণ সোলা পুকুর মাদ্রাসা ও মসজিদে দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বিশিষ্ট সমাজসেবী হায়দার আলি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। মাদ্রাসা ও মসজিদের উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা এলাকার মানুষের হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে গেছে। সোলা পুকুর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সোলাপুকুর এলাকার সুপরিচিত একজন ভদ্র ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন। সারাজীবন মাদ্রাসা ও মসজিদের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করে নিজের জন্য তেমন কিছুই করেননি। তাঁর মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

শুক্রবার সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুমে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা দারুল উলুমের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন হায়দার সাহেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যাপ্ত করেন। তিনি মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে তার জন্য বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন। সেহারা বাজারে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা সালমান মনসুর পুরী।

মাওলানা পুরী নবী প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা হোসেন আহমেদ মাদানীর দৌহিত্র। এদিকে কয়েকদিন আগেই সোলা পুকুর মাদ্রাসার এক শিক্ষকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছিল। তার পর মাদ্রাসার সম্পাদকের ইন্তেকালে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, একটি যুগের সমাপ্তি ঘটল।এমন একজন নিষ্ঠাবান সমাজসেবীর শূন্যস্থান পূরণ করা সহজ নয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করার জন্য প্রার্থনা করেন।

সোনামুখীতে শুরু হল দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তব

আর এ মন্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পিয়ার বেড়া মণ্ডল পাড়া মসজিদে ৩০ শে ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের উদ্যোগে মুনাযযম মক্তব উদ্বোধন হল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের জিম্মাদার ও দুবরাজপুর মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি আহসানুল্লাহ কাসেমী।

ছিলেন জেলা দ্বীনিয়াতের অন্যতম সক্রিয় তত্ত্বাবধায়ক হাফিজ আশরাফ আলী, কাঁটাদিঘী বালিকা মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শফিক, পিয়ারবেড়া-সামন্তবেড়া মসজিদের ইমাম হাফিজ জালাল, মাওলানা মাখন, মাওলানা মনির।

এছাড়াও মক্তব কমিটির পক্ষে মণ্ডল পাড়া মসজিদের ইমাম ও মুনাযযম মক্তবের মুআল্লীম মাওলানা আব্দুল আহাদ, ইয়াসিন মন্ডল, রিয়াজউদ্দিন সেখ, আবুবক্কর হাজারী,আজল সেখ, সিরাজুল সেখ প্রমুখ। পঁয়ষট্টি জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে মক্তব আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল আহাদ। প্রায় দুই শত দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য,দ্বীনি শিক্ষার জন্য বাঁকুড়া জেলায় মসজিদ ভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বীনিয়াত মুনাযযমের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ২৫ টি মক্তবে প্রায় ২ হাজার পড়ুয়া সাধারণ শিক্ষার সাথে দৈনিক এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।

নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে শত শত মানুষের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

ডেউচা-পাঁচামির গতিবিধি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যসচিব

রূপসী বাংলা

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর লেবাননে এখন কী হবে

সম্পাদকীয়

সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্মদিনে বেগম রোকেয়া স্মরণ

সাধারণ

হাইল্যান্ডার'দের মাটিতে নামাল মহামেডান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৪ জানুয়ারি, ২০২৫
১৯ পৌষ ১৪৩১
২ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 4 ■ Daily APONZONE ■ 4 January 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগবে গার্জেন সম্মতি!

আপনজন ডেস্ক: ১৮ বছরের কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগবে এবার অভিভাবকদের অনুমতি। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিধির খসড়ায় বলা হয়েছে যে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের এখন থেকে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পিতামাতার সম্মতির প্রয়োজন হবে। ডিপিডিপি বিধিমালার বহুল প্রতীক্ষিত খসড়ায় বলা হয়েছে, “কোনও শিশুর ব্যক্তিগত ডেটা প্রক্রিয়াকরণের আগে পিতামাতার যাচাইযোগ্য সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ডেটা ফিডুসিয়ারি যথাযথ প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ অধ্যবসায় পালন করবে। তবে খসড়ায় লঙ্ঘনের জন্য কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

বৈচিত্রের মাঝে মহামিলন উৎসবের সূচনা পার্কসার্কাসে

ফারুক আহমেদ ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে বৈচিত্রের মাঝে মহামিলন উৎসব ‘মিলন মেলা’ ২০২৫-এর সূচনা করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম মিলন উৎসবের আয়োজন করেছে, যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ৩ জানুয়ারি, ২০২৫। পার্ক সার্কাস ময়দানে আয়োজিত এই মিলন উৎসব চলবে ৭ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত।

এদিনের এই মিলন মেলার সূচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমেদ খান, ব্রাত্য বসু, পুলক রায়, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, বাবুল সুপ্রিয়, দ গুলাম রব্বানী, তাজমুল হোসেন, সাংসদ জনাব নাদিমুল হক ও রাজ্য সংখ্যঅলঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব ও চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, ড. পি বি সেলিম, বিত্ত নিগমের এমডি শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, মিলন উৎসব শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং রাজ্যের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এবং ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি সংখ্যালঘুদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আর সেই অবদানের কথা পাঠ্য পুস্তকে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন,স্বাধীনতা আন্দোলনে শিখদের অবদান আছে। বৌদ্ধদের অবদান আছে। আমাদের অবদান আছে। একথা পাঠ্য পুস্তকে আসতে হবে। শিক্ষার বইয়ে এই অবদানের কথা নেই। ছাত্ররা জানে না, তারা বোঝে না, স্বাধীনতা আন্দোলনে কার অবদান আছে। প্রত্যেক ধর্ম বর্ণের মানুষের ইতিহাস বইতে থাকতে হবে।’

এবারের মিলন মেলায় জোর দেওয়া হয়েছে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপর। রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের ঐকান্তিক ও সফল প্রচেষ্টায় মিলন উৎসব বাংলার মননের আকাশে ইতিপূর্বেই বিশেষ দাগ কেটেছে। এবছরও পার্কসার্কাস ময়দানে মিলন উৎসবের আহ্বানে ঘরে ঘরে ঐকতান আর সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে যাবে। এই মহামিলনের মূল উদ্দেশ্য কারিগর ও বেনিফিসিয়ারিদের তৈরি পণ্যের মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করা এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের ও অনলাইন বিক্রির সঙ্গে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে তাদের তৈরি জিনিসের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাতে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। বিত্তনিগম শুধুমাত্র লোনপ্রদান করে না, এছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ যা প্রথম শ্রেণি থেকে পি এইচ ডি পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকে। এই ঐক্যশ্রী স্কলারশিপের সূচনা ঘটে ২০১৯ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। প্রথম বছরেই ৩৭.৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই স্কলারশিপ পেয়েছিল যা সারা ভারতের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। মিলন উৎসবে এবছরে বিশেষ আকর্ষণে থাকছে গতবছরের মতো জবফেয়ার, শিক্ষা সচেতনতা শিবির, চাকরির জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রদর্শন ও বিক্রয়, মেডিক্যাল প্যাভিলিয়নে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির এবং থাকছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ২৫১-এর অধিক স্টল। মেডিক্যাল প্যাভিলিয়নে পরিষেবা প্রদান করবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল ইউনিট, বিভিন্ন হসপিটালের মিলিত উদ্যোগে মিলন উৎসবের মেডিক্যাল প্যাভিলিয়নে ৩ থেকে ৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্যপরীক্ষার শিবিরে থাকবেন রাজ্যের নামকরা বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তার, যাঁরা সুচিকিৎসা, পরামর্শ ও পরিষেবা দেবেন।

বারাণসীতে মুসলিমদের মসজিদ ও বাড়িতে গিয়ে মন্দিরের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে গেরুয়া গোষ্ঠী

আপনজন ডেস্ক: সনাতন রক্ষা দলের অজয় শর্মা বারাণসীর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা মদনপুরায় একটি অবহেলিত মন্দির ‘খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই’ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠছেন। হিন্দুত্ববাদী নেতারা যাকে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির বলে অভিহিত করছেন, তার ‘পুনরাবিষ্কার’ শহরের হারিয়ে যাওয়া মন্দির উন্মোচনের জন্য তাঁর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটা বড় সাফল্য বলে মনে করছেন তিনি। এ ব্যাপারে নিউজ পোর্টাল দ্য প্রিন্ট-কে শর্মা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, “শুধুমাত্র মদনপুরা ও সংলগ্ন এলাকায় আরও ৫৬টি ‘লুক্কায়িত’ মন্দির রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতে আমি ও সনাতন রক্ষা দল কাজ করছি। তাঁর দাবি, কয়েকটি মুসলিম বাড়ির ভিতরে এই মন্দিরগুলির রয়েছে। কিন্তু তাতে দমে যাননি তিনি। তার সন্ধান পেতে তিনি মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই মুসলিমদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু প্রবেশে সমস্যা হওয়ায়, তারা মনে করছেন যদি মন্দির মুসলমানদের ঘরের ভেতরেও থাকে, তাহলেও আমাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত। দেবতার কাছে প্রার্থনা করা করতে দেওয়া উচিত।

কপালে চন্দন আর সিঁদুর নিয়ে সনাতন রক্ষা দল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার রাস্তায় মিছিল করে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই। হর হর মহাদেব জপ করে তারা মন্দিরের জন্য কাশী জুড়ে অনুসন্ধান করতে থাকে। এ নিয়ে শর্মা আবেগের সাথে ঘোষণা করেন, “কাশী কে কান কান মে মহাদেব বস্তে হ্যায় (মহাদেব কাশীর প্রতিটি কণায় আছেন। আমরা তাকে খুঁজছি)। বর্তমানে শর্মা মদনপুরার একটি মুসলিম পরিবারের সাথে তাদের বাড়ির ভিতরে একটি তথাকথিত প্রাচীন কালী মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আলোচনাও করছেন। ধর্মীয় বিশুদ্ধতার কারণে কমপক্ষে ১০টি মন্দির থেকে সাঁই বাবার মূর্তি অপসারণের জন্যও তাঁর মিশন সফলভাবে চাপ দিয়েছে। সনাতন রক্ষা দল কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা নামে ৩৫ বছরের পুরনো সংগঠনের একটি শাখা। তাদের দাবি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নয়, বারাণসীতে মন্দির খুঁজতে আগ্রহী তারা। আমি হিন্দু-মুসলিম ভাবাবেগ জাগ্রত করার জন্য মন্দির খুঁজছি না। আমরা অন্য কোনও শহরে এটা করছি না। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কাশীতে মুসলিমরাও মহাদেবের নাম জপ করে।

২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের অযোধ্যা রায়ের পর থেকে উত্তর ভারত জুড়ে মন্দির খোঁজার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। এটি ভারতীয় রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড। গত এক দশক ধরে হরিয়ানায় স্বঘোষিত গো রক্ষা সমিতির আগ্রাসী মনোবাবের সাথে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের অন্যরা গরু রক্ষার জন্য হিন্দুত্ববাদী সেনা হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। মন্দির খুঁজে বের করার সংগঠনগুলিও হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কাজ করে এমন একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক, সাধারণত বিজেপি বা আরএসএসের কাছ থেকে কোনও প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট সমর্থন এখনও প্রকাশ্য। মন্দির প্রকল্পটি সম্ভল থেকে সিমলা পর্যন্ত প্রসারিত। তাদের এই ধরনের মনোভাব অনিবার্যভাবে ইতিহাসের বিতর্কিত স্থানগুলি নিশানা হয়ে উঠছে। মসজিদ বা বড়িতে মন্দির খোঁজার চেষ্টা মুসলিম এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

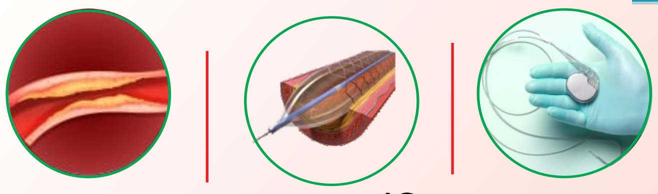

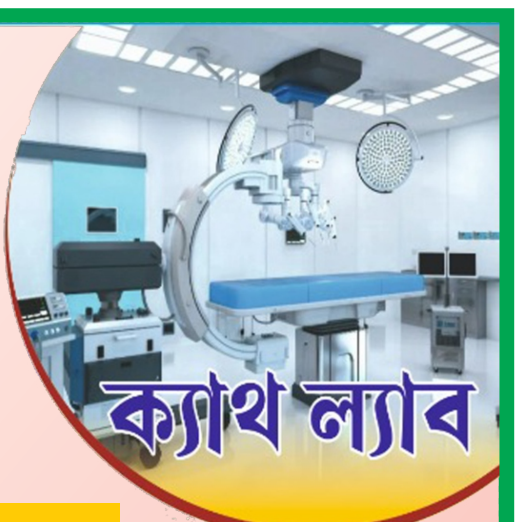

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

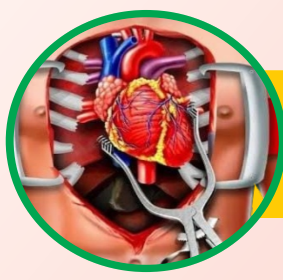

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৯ পৌষ ১৪৩১, ২ রজব ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্বের ভবিষ্যত্ কী

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদে বসবাস করিবার সুবিধার্থে মানবজাতির জন্য ধূলিবিশ্ব গড়িয়া দিয়াছেন মহান সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু সেই বিশ্বের বুক চিরিয়া শতসহস্র সীমানাপ্রাচীর তুলিয়াছে রাজনৈতিক জীব হিসাবে অবিহিত মানুষ। ইহার ফলে অনেকটা অবচেতন মনেই সৃষ্টি হইয়াছে 'বিভেদের গণ্ডি'। বিভেদপূর্ণ এই সমাজব্যবস্থা যেন সর্বদাই বিবাদপূর্ণ, হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। বিশেষ করিয়া ভূরাজনৈতিক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া বিবদমান রাষ্ট্রগুলি যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সহিংস রূপ পরিগ্রহ করে, তখন বৈশ্বিক পরিস্থিতি হইয়া উঠে সর্বগ্রাসী। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বত্রই কেবল দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ঘটনঘটাই শুনিতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কিংবা শক্তি একের পর এক যেইভাবে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও সহিংসতা ঘটাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে উপর্যুক্ত বক্তব্যের মর্মার্থ উপলব্ধি কঠিন নহে।

আমরা লক্ষ করিতেছি, চলমান ইউক্রেন এবং গাজা যুদ্ধের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বের আরো কিছু অঞ্চল। গত মঙ্গলবার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে হামলা চালাইয়াছে ইরান, যাহাতে দুই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছে ইসলামাবাদ। তেহরানের ভাষ্য, জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল আদলের দুইটি ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া হামলা চালিইয়াছিল তাহারা। এই হামলার ঘটনাকে 'বেআইনি কর্মকাণ্ড' উল্লেখ করিয়া ইসলামাবাদ বলিয়াছে, 'পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপর এই আঘাত সংকটজনক ফল ডাকিয়া আনিতে পারে, যাহার দায় ইরানকেই লইতে হইবে।' উল্লেখ্য, পাকিস্তানে হামলার এক দিন পূর্বে ইরাকে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তর ও সিরিয়ায় আইএসের ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া হামলা চালায় ইরান। অর্থাত্, পরপর তিনটি দেশে তেহরানের হামলার মধ্য দিয়া এই অঞ্চলে নূতন সংকটের ঘণ্টাধ্বনি বাজিল! উপরন্তু, পাকিস্তানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার এই নজিরবিহীন ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়া দেখিবার অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, দেশ দুইটির মধ্যবর্তী প্রায় ৯০০ কিলোমিটার সীমানার নিরাপত্তা দীর্ঘদিন ধরিয়া উদ্বেগ ছড়াইতেছে। গত মাসে এই সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় একটি হামলার ঘটনায় এক ডজনের অধিক ইরানি পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। ঐ ঘটনার জন্য জঙ্গীগোষ্ঠী জইশ আল আদলকে দায়ী করিয়া তেহরান জানাইয়াছিল, হামলায় অভিযুক্ত জঙ্গিরা পাকিস্তান হইতে ইরানে প্রবেশ করিয়া হামলা চালাইয়াছে। আড়ালের ঘটনা যাহাই হউক না কেন, এইরূপভাবে হামলা-পালটা হামলার মধ্য দিয়া নূতন যুদ্ধ ও সংকট দেখা দিলে অবাক হইবার কিছুই থাকিবে না।

গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষণীয়, যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় অতি সম্প্রতি হুথিদের উপর যৌথ বিমান হামলা চালানো হইয়াছে। এই পক্ষের দাবি, লোহিতসাগরে চলাচলকারী জাহাজে হুথিরা ধারাবাহিতভাবে হামলা চালাইয়া আসিতেছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলিয়াছেন, 'হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা না লইয়া ব্রিটেনের উপায় ছিল না।' একই ধরনের কথা বলিতেছেন হুতি নেতারাও। তাহাদের বক্তব্য, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাইতে এবং গাজা যুদ্ধ আরো ছড়াইয়া পড়া ঠেকাইতেই বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিতে বাধ্য হইতেছে তাহারা। হুতিদের এই ধরনের দাবি অবশ্য প্রশ্নের মুখে পড়িয়াছে। কারণ, হুতিরা আরব-বিশ্বে বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। এই পটভূমিতে পশ্চিমা হামলার শিকার হুতিরা যে নূতন করিয়া হামলা চালাইবে না, এমন গ্যারান্টি কেহ দিতে পারিবে না।

এই যে হামলা, সহিংসতা ও যুদ্ধবিগ্রহ—ইহার ফলে বিশ্বের যে কী পরিমাণ অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে, তাহা কি পক্ষগুলি একটুও ভাবিতেছে? সুয়েজখালের কথাই যদি ধরা হয়, এই খাল দিয়া প্রতিদিন গড়ে ৬৮টি জাহাজ চলাচল করে। বিশ্বের মোট বাণিজ্যিক পণ্যের ১২ শতাংশ পরিবহন হয় এই পথ দিয়া। এই অবস্থায় লোহিতসাগরে হুতি-বিদ্রোহীদের উপর হামলা-পালটা হামলার ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হইবে, তাহা কি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনুধাবনের বাহিরে রাখিতে পারিবে? এই বত্সর এমনতিই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের তথা 'অস্থিরতার বত্সর'। তাহার মধ্যে আবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা চলিতেছে। এমন একটি সময়ে বিশ্বশক্তিগুলির হানাহানিতে জড়াইয়া পড়িবার ফল মারাত্মক হইতে পারে। সংঘাত, হানাহানি ও হিংসার আগুনে অগ্নিদগ্ধ বিশ্বের ভবিষ্যত্ কী হইতে পারে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

• • • • • • • • • • • • •

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর লেবাননে এখন কী হবে

লেবাননের জন্য ২০২৪ ছিল ভয়ানক একটা বছর। অনেকগুলো সমস্যা লেবাননকে বছরের পর বছর ধরে জর্জরিত করে রেখেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১৯ সালের অর্থনৈতিক ধস, ২০২০ সালে বৈরুতে বন্দরে বিস্ফোরণ এবং ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অচলাবস্থা। ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধের অভিঘাত লেবাননের ওপর পড়ে। কারণ, হিজবুল্লাহ সেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে সংঘাতের গতিপথ নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। ইসরায়েল সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। শুধু হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি নয়, সারা দেশেই আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। একেবারে খাদের কিনারে পৌঁছে যায় লেবানন। প্রশ্ন হচ্ছে, ২০২৫ সালে তারা কি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাবে। লিখেছেন **দানিয়া কোলেইলাত খাতিব..**

লেবাননের জন্য ২০২৪ ছিল ভয়ানক একটা বছর। অনেকগুলো সমস্যা লেবাননকে বছরের পর বছর ধরে জর্জরিত করে রেখেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১৯ সালের অর্থনৈতিক ধস, ২০২০ সালে বৈরুতে বন্দরে বিস্ফোরণ এবং ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অচলাবস্থা। ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধের অভিঘাত লেবাননের ওপর পড়ে। কারণ, হিজবুল্লাহ সেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে সংঘাতের গতিপথ নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। ইসরায়েল সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। শুধু হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি নয়, সারা দেশেই আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। একেবারে খাদের কিনারে পৌঁছে যায় লেবানন। প্রশ্ন হচ্ছে, ২০২৫ সালে তারা কি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাবে।

এ বছরটি লেবাননের জন্য রাজনৈতিক অচলাবস্থার বছর। ইসরায়েলি যুদ্ধ ও চরম মেরুকৃত একটা সমাজ দিয়ে এটাকে চিহ্নিত করা যায়।

২০২২ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট মিশেল আউনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাজনৈতিক শ্রেণিগুলো তাঁর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। হিজবুল্লাহ তাদের প্রার্থী হিসেবে সুলেইমান ফ্যাঞ্জিকে সামনে এনেছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহবিরোধী শিবির তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে লেবাননে কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়নি, দেশটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এক বছর পর গাজা যুদ্ধ শুরু হয়, হিজবুল্লাহ একটি 'সমর্থন ফ্রন্ট' খোলে। এ সুযোগে হিজবুল্লাহ আরেকবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার অজুহাত পেয়ে যায়।

গাজা যুদ্ধ হিজবুল্লাহর জন্য হুমকি হিসেবে আসে। হিজবুল্লাহ জানত ইসরায়েল যদি সফল হয়, তাহলে তারাই পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু। সে কারণেই হিজবুল্লাহ সমর্থন ফ্রন্ট খুলেছিল। হিজবুল্লাহ এটিকে সংহতির যুদ্ধ বললেও নিরাপত্তার কারণে এটা তাদের দরকার ছিল। গাজা যুদ্ধ শুরুর আগেই হিজবুল্লাহ জাতিসংঘের ১৭০১ নম্বর রেজল্যুশন মেনে না চলায় তদন্তাধীন ছিল। সে কারণে সংহতি ফ্রন্ট খোলা তাদের জন্য একটা জুয়া খেলার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক সেপ্টেম্বর মাসে এই সংঘাতের গতি পাল্টে যায়।

আরেকটি ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, লেবানন ছোট একটা দেশ। অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে এবং অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলারই যথেষ্ট। লেবানের মানবপুঁজি আছে। তাদের মধ্যে উদ্যোক্তা মনোভাবও আছে। ফলে আমাদের আশার চেয়ে দ্রুতগতিতে পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হতে পারে। আবার একটা স্থিতিশীল সরকার হলে প্রবাসীরাও লেবাননে বিনিয়োগ করতে আসবেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইসরায়েল বহু বছর ধরে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ২০০৬ সালের যুদ্ধের ব্যর্থতা থেকে ইসরায়েল বুঝেছিল তাদের প্রধান ব্যর্থতা গোয়েন্দা ক্ষেত্রে। সে কারণে তারা গোয়েন্দাকাজে মনোনিবেশ শুরু করে।

নিজেদের ব্যাংকসহ আরও অনেক ব্যবসার মাধ্যমে হিজবুল্লাহর একটা বাণিজ্য সাম্রাজ্যও আছে। কৃত্রিম মাদক কেপ্টাগন ব্যবসারও অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। যাই হোক, হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডারদের তথ্য ইসরায়েলের কাছে প্রকাশ হতে শুরু করে। তেল আবিব তাদেরকে শনাক্ত করতে ও লক্ষ্যবস্তু করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। সে কারণে গোষ্ঠীটি যোগাযোগের জন্য পেজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

গাজা যুদ্ধ হিজবুল্লাহর জন্য হুমকি হিসেবে আসে। হিজবুল্লাহ জানত ইসরায়েল যদি সফল হয়, তাহলে তারাই পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু। সে কারণেই হিজবুল্লাহ সমর্থন ফ্রন্ট খুলেছিল। হিজবুল্লাহ এটিকে সংহতির যুদ্ধ বললেও নিরাপত্তার কারণে এটা তাদের দরকার ছিল। গাজা যুদ্ধ শুরুর আগেই হিজবুল্লাহ জাতিসংঘের ১৭০১ নম্বর রেজল্যুশন মেনে না চলায় তদন্তাধীন ছিল। সে কারণে সংহতি ফ্রন্ট খোলা তাদের জন্য একটা জুয়া খেলার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক সেপ্টেম্বর মাসে এই সংঘাতের গতি পাল্টে যায়। আরেকটি ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, লেবানন ছোট একটা দেশ। অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে এবং অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলারই যথেষ্ট। লেবানের মানবপুঁজি আছে। তাদের মধ্যে উদ্যোক্তা মনোভাবও আছে। ফলে আমাদের আশার চেয়ে দ্রুতগতিতে পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হতে পারে। আবার একটা স্থিতিশীল সরকার হলে প্রবাসীরাও লেবাননে বিনিয়োগ করতে আসবেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইসরায়েল বহু বছর ধরে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ২০০৬ সালের যুদ্ধের ব্যর্থতা থেকে ইসরায়েল বুঝেছিল তাদের প্রধান ব্যর্থতা গোয়েন্দা ক্ষেত্রে। সে কারণে তারা গোয়েন্দাকাজে মনোনিবেশ শুরু করে। নিজেদের ব্যাংকসহ আরও অনেক ব্যবসার মাধ্যমে হিজবুল্লাহর একটা বাণিজ্য সাম্রাজ্যও আছে। কৃত্রিম মাদক কেপ্টাগন ব্যবসারও অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। যাই হোক, হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডারদের তথ্য ইসরায়েলের কাছে প্রকাশ হতে শুরু করে। তেল আবিব তাদেরকে শনাক্ত করতে ও লক্ষ্যবস্তু করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। সে কারণে গোষ্ঠীটি যোগাযোগের জন্য পেজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এরপর সেপ্টেম্বরে ইসরায়েল পেজারের নেটওয়ার্কে হামলা করে। এই হামলা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এরপর ইসরায়েল লেবাননে বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। এসব কিছু ঘটতে পেরেছে তার কারণ হলো, লেবাননে কোনো প্রেসিডেন্ট নেই, সত্যিকারের কোনো সরকার নেই অথবা কার্যকর কোনো কূটনীতি নেই।

২০০৬ সালে লেবাননের কূটনীতি সে সময়কার ইসরায়েল-লেবানন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর হয়েছিল। এর কারণ হলো, তখনকার প্রধানমন্ত্রী ফুয়াদ সিনিওরা তাঁর অতি যোগ্য মন্ত্রী তারেক মিত্রিকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এখন লেবাননের কূটনীতি অসাড়।

২২ নভেম্বর ছিল লেবাননের গৃহযুদ্ধ শুরুর পর সবচেয়ে বাজে স্বাধীনতা দিবস। এর চার দিন পর একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, লেবানন কি নিজেকে পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারবে, নাকি আগামী ৩০ বছর ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যাবে। কোন বিকল্পটা বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে? আমিরাতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবদুল খালেক আবদুল্লাহ কয়েক দিন আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লেবাননে এরপর কী হবে?

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ভালোর দিকে যাওয়ার আগে পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হতে পারে। কিন্তু একেবারে খারাপের দিকেই যাত্রা করবে না; কারণ, আমরা একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছি। দক্ষিণ লেবাননের চারটির মধ্যে একটি ভবন ধ্বংস হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুতরাং এরপর কী? একটা ভালো ভবিষ্যৎ পেতে গেলে আমাদের কী করা দরকার?

২০০৬ সালে আরব দেশগুলো লেবানন পুনর্গঠনের জন্য কোনো শর্ত ছাড়াই সহযোগিতা দিয়েছিল। এবার সে রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। এবার সহযোগিতা তিনটি শর্তের ওপর নির্ভর করবে। প্রথমত, আরব রাষ্ট্রগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় লেবাননে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর আধিপত্য মেনে নেবে না। দ্বিতীয়ত, পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তারা একটা গ্রহণযোগ্য সরকারকে দেখতে চাইবে। তৃতীয়ত, পুরো প্রক্রিয়ায় তারা স্বচ্ছতা দেখতে চাইবে।

সর্বোপরি তারা এবার স্থিতিশীলতার স্বার্থে সুশাসনে আপস করবে না। এখন পর্যন্ত যেটা মনে হচ্ছে, আগামী ৯ জানুয়ারি চাপে পড়ে হিজবুল্লাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে পারে। সেই প্রেসিডেন্ট আরব বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটা বিশ্বাসযোগ্য সরকার গঠন করতে পারবেন। এই গ্রহণযোগ্য সরকার সম্ভবত একটা টেকনোক্র্যাট সরকার হতে পারে। তারা লেবাননকে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে কাজ করতে পারে। আগের সরকারের মতো মন্ত্রীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে টাকাপয়সা ভাগ-বাঁটোয়ারায় মনোনিবেশ করবে না বলে আশা করি।

ভালো খবরটা হচ্ছে, সুশাসনের একটা খবর নিউক্লিয়াসের আকারে তৈরি হচ্ছে। লেবাননে যে বিপর্যয় তৈরি হয়েছে, তাতে করে একটা সুযোগ নিয়ে এসেছে। লেবানন একটি জরুরি কমিটি করেছে যেটা স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকরভাবে ১২ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষকে তদারকি করছে। এ প্রক্রিয়াকে সরকারের অন্যান্য পুনর্গঠন ও সংস্কারকাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরেকটি ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, লেবানন ছোট একটা দেশ। অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে এবং অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলারই যথেষ্ট। লেবানের মানবপুঁজি আছে। তাদের মধ্যে উদ্যোক্তা মনোভাবও আছে। ফলে আমাদের আশার চেয়ে দ্রুতগতিতে পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হতে পারে। আবার একটা স্থিতিশীল সরকার হলে প্রবাসীরাও লেবাননে বিনিয়োগ করতে আসবেন।

যাহোক আমার কাছে মনে হয়, ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে আমাদের লেবাননের পুনর্জন্ম হবে।

দানিয়া কোলেইলাত খাতিব মার্কিন-আরব সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

এরপরেও কি আজারবাইজান-রাশিয়ার সম্পর্ক টিকে থাকবে

নিকো ভোরোবিয়োভ

এই সপ্তাহে বড়দিনে বিমান দুর্ঘটনায় ৩৮ জনের মৃত্যুতে আজারবাইজান শোকের মধ্যে ডুবে আছে। সেই সময় নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চলে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের শেষ দিন। আজারবাইজান তাদের সীমান্তের কাছে, আর্মেনিয়ার আকাশসীমায় থাকা একটি রুশ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন। নিজের, দেশের পক্ষ থেকে দায় স্বীকার করে ক্ষমা চান। তারপর দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। চার বছর পর, প্রেক্ষাপট প্রায় উল্টো হয়ে গেছে।

২০২৪-এর ২৫ ডিসেম্বর, আজারবাইজান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৮২৪৩ বাকু থেকে চেচনিয়ার গ্রোজনিতে যাত্রা শুরু করে। ৬৭ জন যাত্রী এবং ক্রুসহ প্লেনটি রাশিয়ার আকাশসীমায় গ্রোজনির কাছে পৌঁছানোর পর ভূমি থেকে ছোড়া গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিমানটি পূর্ব দিকে গতিপথ পরিবর্তন করে কাজাখস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় আকতাউয়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় মাত্র ২৯ জন বেঁচে ছিলেন।

যদিও রুশ কর্মকর্তারা প্রথমে অনুমান করেছিলেন যে প্লেনটি পাখির ঝাঁকের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল বা প্লেনের ভেতরে থাকা অক্সিজেন ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছিল। তবে আঘাতের ধরন রুশ আকাশ প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত ভূমি থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে মেলে বলে মনে হয়েছে। শনিবার, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই 'দুঃখজনক ঘটনায়' দুঃখ প্রকাশ করলেও রাশিয়ার পক্ষ থেকে সরাসরি দায় স্বীকার করেননি। তিনি দাবি করেন যে ওই এলাকায় ইউক্রেনীয় ড্রোন উপস্থিত ছিল।

তবে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ রাশিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায় স্বীকার এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ২০২০ সালে যেমন দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছিলেন, এই ঘটনায় তেমনই আশা করছেন আলিয়েভ।

'আজারবাইজান এখন একই প্রত্যাশা করছে। তবে আমরা সেরকম কিছু এখনো দেখতে পাইনি', বলেন মাম্মাদভ। 'যদি রাশিয়া আংশিক ক্ষমার পথ বেছে নিয়ে থাকে, তাহলে আমরা আশা করব পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ক্ষমা, শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

অনেক আজারবাইজানির কাছে এ শুধু তাদের বিমান আর নাগরিক হারানোর প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা বরং রাশিয়া কীভাবে এই ঘটনায় সাড়া দেয় সেটার। বাকুর বাসিন্দা লেইলা আল-জাজিরাকে বলেন, 'যা এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে তা হলো প্লেনটা আঘাত পাওয়ার পর রাশিয়ার ভূখণ্ডে অবতরণের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এই ব্যাপারটা মানুষ ক্ষমা করতে পারছে না'।

আজারবাইজানের কর্মকর্তাদের দাবি, রাশিয়ায় জরুরি অবতরণের অনুমতি না পেয়ে পাইলটরা বাধ্য হয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগর পেরিয়ে আকতাউয়ের দিকে গতি পরিবর্তন করেন। যদি প্লেনটি রাশিয়ায় অবতরণের সুযোগ পেত, তাহলে হয়তো জীবনগুলো রক্ষা করা যেত। কিন্তু এর বদলে প্লেনটিকে কাজাখস্তানে পাঠানো হয়। লেইলা আরও বলেন, 'মানবতার অভাব এবং জবাবদিহির অভাবই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করছে।'

তাহলে ফ্লাইট ৮২৪৩-এর এই পরিণতি কি রাশিয়া ও আজারবাইজানের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে?

আজারবাইজান এক সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। তেলসমৃদ্ধ দেশটির সঙ্গে রাশিয়ার উত্তরের বিশাল সীমান্ত রয়েছে আর তাদের মাঝে সম্পর্ক জটিল। তবে বাল্টিক দেশগুলোর মতো পুরোপুরি শত্রুতাপূর্ণ নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে রুশ সাম্রাজ্যের পতনের পর আজারবাইজান সাময়িকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে, রেড আর্মি আক্রমণ করে আজারবাইজানকে পরবর্তী সাত দশকের জন্য মস্কোর অধীনে ফিরিয়ে আনে।

১৯৯১ সালে আজারবাইজানের স্বাধীনতা লাভের প্রথম কয়েক বছর দ্বিধায় কাটে। রাজধানী বাকুতে দুটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ছিল ক্রেমলিনের সমর্থনপুষ্ট। এরপর আজারবাইজান নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চলের বিরোধ নিয়ে আর্মেনিয়ার সঙ্গে তিক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে রাশিয়া আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। মস্কো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করেছে এবং কারাবাখে শান্তিরক্ষী সৈন্য মোতায়েন করেছে। আবার একই সময়ে রাশিয়া উভয় পক্ষের কাছে অস্ত্রও বিক্রি করে।

এই শান্তিরক্ষী সৈন্যরা গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আজারবাইজানি বাহিনী কারাবাখ দখল করার সময় কোনো ভূমিকা নেয়নি। ফলে প্রায় সমগ্র আর্মেনিয়ান জনগণ পালিয়ে যায়। অথচ আর্মেনিয়া রাশিয়া নেতৃত্বাধীন একটি ন্যাটোসদৃশ জোট, কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO)-এর সদস্য। এই বছর এপ্রিল মাসে, বাকু যখন কারাবাখে তার নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করে, তখন রুশ শান্তিরক্ষীরা অবশেষে অঞ্চলটি থেকে সরে যায়।

মোটের ওপর, প্লেন দুর্ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা বাদ দিলে, রাশিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো। ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে আজারবাইজান কোনো পক্ষ নেয়নি। তারা দক্ষিণ ককেশাসে রাশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। দেশটি ইরান থেকে পণ্য পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনি, অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে রাশিয়ার গুরুত্ব আজারবাইজানের কাছে অনেক।

আজারবাইজানের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে ইতালি, দ্বিতীয় স্থানে তুরস্ক এবং তৃতীয় স্থানে রাশিয়া। এই দিক থেকে, আজারবাইজান ও রাশিয়ার জন্য বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। আজারবাইজানের বেশির ভাগ বিমান রাশিয়া হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যেত, অন্তত এই ঘটনার আগে। দক্ষিণ ককেশাসে সবচেয়ে বড় রুশ সম্প্রদায় বাস করে। এদের সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০। আবার প্রায় ১০ লাখ আজারবাইজানি রাশিয়ায় বসবাস করেন। সব মিলিয়ে আজারবাইজান রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে আগ্রহী নয়।

নিকো ভোরোবিয়োভ একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং লেখক।

প্রথম নজর

শীতের মাঝেই আমিরাতে দেশজুড়ে বৃষ্টিপাত

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের শীতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতেও পড়েছে ব্যাপক শীত। এই শীতের মধ্যেই শুক্রবার উপসাগরীয় অঞ্চলের এ দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়েছে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এমিরেতের সংখ্যা ৭টি– রাজধানী আবুধাবি, আজমান, দুবাই, ফুজাইরাহ, রাস আল খাইমা, শারজাহ এবং উম্মুল কোয়াইন। এর মধ্যে শুধু আজমান ব্যতীত বাকি ৬টি রাজ্যেই বর্ষণ হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, আজ শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আল খাইল রোড, শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ রোড, জুমেরিয়া, আল সাফা, আল জাদাফসহ দুবাইয়ের সব এলাকায় বর্ষণ হয়েছে। এক বিবৃতিতে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটেরোলজি জানিয়েছে, আজ শুক্রবার দুবাইয়ের বিভিন্ন এলাকা আবু ধাবির ঘানাদাহ এলাকায় ভারী বর্ষণ হয়েছেন। এছাড়া আস আল খামিয়াহ এমিরেতের ঘালিলা, আধেন, ফুজাইরাহর আল ইক্কাহ, আল মাদাম, সুহাইলা, শারজাহ এমিরেতের আল ধাইদ এবং উম আল কুয়াইনের আল রাওদায় হালকা থেকে ভারী বর্ষণ হয়েছে। বৃষ্টিপাত ও মেঘলা আবহাওয়ার সঙ্গে যোগ হয়েছে কুয়াশাও। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে খুব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত লোকজনকে বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টিপাতের জেরে রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া এবং দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় গাড়ি চালকদের বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা এবং গাড়ি ধীরে চালানোর নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। আজ সারাদিন দেশজুড়ে থেমে থেমে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে আবহওয়া দপ্তরের বিবৃতিতে। তবে আগামীকাল থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি ঘবে বলে আশা করছে আবহাওয়া দপ্তর।

আকাশ থেকে পড়ল আজব বস্তু, যা ভাবছে কেনিয়ার গ্রামবাসীরা

আপনজন ডেস্ক: ৩০ ডিসেম্বর, কেনিয়ার মাকুয়েনি কাউন্টির মুকুকু গ্রামের বাসিন্দারা চমকে উঠল বিকট এক শব্দে। আকাশ থেকে পড়েছে ২ মিটার ব্যাসের একটি ধাতব বস্তু। আতঙ্কিত বাসিন্দারা দেখতে পেলেন, প্রায় ৫০০ কেজি ওজনের বস্তুটি আংশিকভাবে পোড়া। ঘটনাস্থলটি নাইরোবি ও মোম্বাসার মাঝামাঝি স্থানে। সৌভাগ্যবশত, বস্তুটি কোনো বাড়ি বা মানুষের ওপর পড়েনি। তবে অপ্রত্যাশিত এ ঘটনায় গ্রামবাসীর আতঙ্ক এখনও কাটেনি। তাদের কেউ কেউ মনে করছেন এটি পৃথিবী ধ্বংসের ইঙ্গিত। কেউ ধারণা করছেন আকাশ থেকে পাঠানো আশীর্বাদ। কেনিয়ার স্পেস এজেন্সি জানিয়েছে, বস্তুটি সম্ভবত একটি রকেটের ‘সেপারেশন রিং’ যা রকেট উৎক্ষেপণের সময় ব্যবহৃত হয়। সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এ ধরনের বস্তু সাধারণত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় পুড়ে যায় বা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।’ স্পেস এজেন্সি আরো জানায়, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। ২০২২ সালে ইলন মাস্কের স্পেসএক্স ড্রাগন ক্যাপসুলের একটি অংশ অস্ট্রেলিয়ার একটি ভেড়ার খামারে পড়েছিল। ঘটনার পর কেনিয়ার স্পেস এজেন্সি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তা বাহিনী ধাতব বস্তুটি উদ্ধার করে। এখন বস্তুটি স্পেস এজেন্সির হেফাজতে রয়েছে। ওটার পরিচয় জানার জন্য তদন্ত চালাচ্ছে এজেন্সি। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টুকোকে জানায়, ‘আমরা দৈনন্দিন কাজ করছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনি। পরে একটি ধাতব বস্তু মাটিতে পড়ে। ওটা আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়।’ আরেকজন বললেন, ‘আমি ভেবেছিলাম কোনো বিস্ফোরণ! আতঙ্কিত হয়ে ভাবছিলাম, আজই কি পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে?’ আরো একজন বলেন, ‘যদি এটি কারও বাড়ির ওপর পড়ত, তবে কী হতো? আকাশে কি এমন কম্পানি আছে যারা এ ধরনের বস্তু আমাদের উপর ফেলছে?’

নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে শত শত মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় আটক থাকা বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে চুক্তির জন্য জেরুজালেমে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ। ইসরায়েলি সংবাদপত্র হারেৎজ জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা নেতানিয়াহুর কাছে তাদের সন্তানদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীরকে উদ্ধৃত করেছে পত্রিকাটি, যাদের মধ্যে আইলাত লেভি-শাচার রয়েছেন। তার মেয়ে নামাকে ৭ অক্টোবর গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। লেভি-শাচার বলেন, আমরা জটিল সময়ে রয়েছি। বন্দি মুক্তি এই আলোচনা অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে। আমরা আরও বড় আকারের বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা আমাদের দাবির প্রতি আরও জোর দিচ্ছি।
বন্দি লিরি এলবাগের মা শিরা বলেন, উদ্বেগে আমরা দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছি। রাতে কাঁদছি। সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ চাই।

যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্কে মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলেন্স শহরে নববর্ষ উদযাপন করা মানুষের ভিড়ের মধ্যে গত বুধবার (১ জানুয়ারি) দ্রুতগতিতে গাড়ি তুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩৫ জন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই জানিয়েছে, ট্রাকটির চালক ছিলেন ৪২ বছর বয়সী সামসুদ্দিন জব্বার। যিনি একজন মার্কিন নাগরিক এবং টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য ছিলেন। সিবিএস নিউজ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে জানায়, চালক ব্যারিকেড ভেঙে জনতার ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে পিকআপ তুলে দেয় এবং ট্রাক থেকে নেমে গুলি করা শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানকার পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে। পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলি চলাকালে হামলাকারী জব্বার নিহত হন। দেশটির পুলিশ এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে উল্লেখ করেছে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকার ডনের আজকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায় হতবাক হয়েছে, সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এরইমধ্যে আমেরিকান-ইসলামিক সম্পর্ক কাউন্সিল (সিএআইআর) ও গ্রেটার নিউ অরলিন্সের ইসলামিক শুরা কাউন্সিলসহ মুসলিম সংস্থাগুলো এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, এই সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বিবৃতি ঘিরে। ট্রাম্প বিবৃতিতে এই হামলার সঙ্গে অভিবাসনের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্প বলেছেন, যখন আমি বলেছিলাম যে ক্রিমিনালরা আমাদের দেশে আসা অপরাধীদের চেয়ে অনেক খারাপ, সেই বিবৃতি ডেমোক্র্যাট ও ফেইক নিউজ মিডিয়া ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু এটি এখন সত্য হতে শুরু করেছে। এর আগে এফবিআই’র পক্ষ থেকে বলা হয়, হামলায় জড়িত ওই পিকআপের ভেতর থেকে ইসলামিক স্টেটের পতাকা পাওয়া গেছে। জব্বারের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে কিনা বা তিনি কোনো ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের’ সঙ্গে জড়িত কিনা, তা তদন্ত করা হচ্ছে।
নিউ অরলিন্স হামলায় জড়িত সামসুদ্দিন জব্বার টেক্সাসের হিউস্টনে বাস করতেন। তিনি জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন বলে জানা গেছেন।
মার্কিন সেনাবাহিনীতে ২০০৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মানব সম্পদ ও আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন জব্বার। তিনি চাকরিচ্যুত হওয়ার আগে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আফগানিস্তানে মোতায়েন ছিলেন।
জব্বার ২০২০ সালে আর্মি রিজার্ভ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানতে পেরেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তিনি রিয়েল এস্টেটেও কাজ করেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা তার কাছ থেকে ২০২১ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া একটি রিয়েল এস্টেটের লাইসেন্স পাওয়া গেছে।
সামসুদ্দিন জব্বার এর আগে টেক্সাসে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার হন বলে দাবি করেছে পুলিশ। ২০০২ সালে চুরি এবং ২০০৫ সালে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য তিনি জরিমানা ও প্রোবেশন পেয়েছিলেন।
সিবিএস জানিয়েছে যে জব্বার দুইবার বিয়ে করেছিলেন। তার প্রথম বিয়ে ২০১২ সালে বিচ্ছেদ হয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর পরিবারকে ২০২৩ সালে মূল্যবান সব উপহার দিয়েছেন বিদেশি নেতারা। এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাইডেনের স্ত্রী জিল বাইডেনকে দেওয়া ওই উপহার একটি হীরা, যার দাম ২০ হাজার ডলার (সাড়ে ২৪ লাখ টাকার বেশি)। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত বার্ষিক হিসাব-নিকাশে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মোদির উপহার দেওয়া হীরাটি ৭ দশমিক ৫ ক্যারেটের।

বাশার আল-আসাদকে বিষ প্রয়োগে হত্যাচেষ্টা!

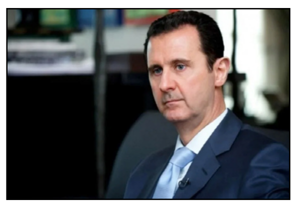

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ায় আশ্রয় নেয়া সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, গুপ্তঘাতকরা তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছে।
বুধবার (১ জানুয়ারি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে দ্য সান জানায়, আসাদের স্ত্রী ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আসমা ডিভোর্স চাচ্ছেন এমন গুজবের মধ্যে চমকে দেওয়া একটি তথ্য আসে। রাশিয়ার সাবেক এক শীর্ষ গুপ্তচর পরিচালিত অনলাইন অ্যাকাউন্ট ‘জেনারেল এসভিআর’ এ দাবি করে। তারা প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানায়, বাশার আল আসাদ গত রোববার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ৫৯ বছর বয়সী আসাদ মস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা চান। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক কাশতে থাকেন। এ সময় তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।
সূত্রটি বলেছে, আসাদকে তার অ্যাপার্টমেন্টে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সোমবার তার অবস্থা স্থিতিশীল হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরীক্ষায় তার দেহে বিষের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ফলে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। টানা ২৪ বছরের শাসনামলের পতন ঘটার মুহূর্তে গত ৮ ডিসেম্বর দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নেন বাশার আল আসাদ। এরপর থেকে রাজধানী মস্কোতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নিরাপত্তাবলয়েই রয়েছেন তিনি। তবু তিনি গুপ্তঘাতকদের হত্যার চেষ্টার মধ্যে পড়লেন; বিষয়টি মস্কোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তেমনি সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নও তুলেছে দ্য সান। তারা বলেছে, বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টার সপক্ষে কোনো সূত্র উদ্ধৃত করা হয়নি। রাশিয়া থেকেও কোনো নিশ্চিতকরণ বার্তা বা বিবৃতি আসেনি। এছাড়া আসাদের স্ত্রী ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আসমা ডিভোর্স চাচ্ছেন এমন গুজব ডিসেম্বরের শেষ দিকে ব্যাপক ছড়ায়।
অথচ আসাদের স্ত্রী আসমা লিউকেমিয়ায় (রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যানসার) আক্রান্ত। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ।

দ. কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতারের চেষ্টা ঘিরে নাটকীয়তা, অতঃপর

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োলকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিক্ষোভকারীদের প্রতিরোধের মুখে বাসভবনে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকালে দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্নীতি তদন্ত কার্যালয়ের একটি দল ইউন সুক ইয়োলের বাসভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর (পিএসএস) বাধার মুখে পড়ে। এ সময় বাইরে ইউনের সমর্থকরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। তারাও নানাভাবে কর্মকর্তাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। এরপর দুপুর দেড়টার দিকে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন তারা। জানা গেছে, অভিশংসিত প্রেসিডেন্টের গার্ড এবং সেনাবাহিনীর একটি দল সিউলের কেন্দ্রস্থলে ইউনের বাসভবনে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। কম্পাউন্ডের অভ্যন্তরে তদন্তকারীরা প্রবেশ করলে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। সেনারা তদন্তকারীদের মূল ভবনের দিকে এগোতে দেয়নি। উচ্চপর্যায়ের আলোচনাতেও সেনারা প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতারের অনুমতি দেয়নি। তারা গ্রেফতারের চেষ্টাকারীদের আদালতের নির্দেশ পালনে বাধা দেন। অবশেষে ছয় ঘণ্টা কম্পাউন্ড চত্বরে অবস্থানের পর অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলকে গ্রেফতার না করেই ফিরে যান তারা। এদিকে তদন্তকারীরা প্রেসিডেন্টের বাসভবন কমপ্লেক্স ত্যাগ করলে তার সমর্থকরা উল্লাস করেন। তারা বিজয়ী স্লোগান দিতে থাকেন। তদন্তকারীরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, অভিশংসিত প্রেসিডেন্টের গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ জন্য সমর্থকদের মানবপ্রাচীর, পিএসএস ও সেনা বাধার কথা উল্লেখ করা হয়। আজ ফিরে গেলেও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন তারা।
এদিকে সেনা বাধার ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই সেনারা পিএসএসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর দেশে সামরিক আইন জারির ঘোষণা দেওয়ায় ইয়োলের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে অভিশংসনের প্রস্তাব আনা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবটি পাস না হলেও পরে বিরোধী দলের তোপে তা পাস করতে বাধ্য হয়েছে পার্লামেন্ট। এরপর তার বিরুদ্ধে তদন্তে নামে দেশটির দুর্নীতি তদন্ত কমিশন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চীনে ফের নতুন ভাইরাসের সংক্রমণ, মহামারির শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চীনে নতুন এক সংক্রামক ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এর নাম হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি)। বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত পোস্ট বলছে, হাসপাতাল এবং শ্মশানগুলোতে চাপ বাড়ছে ক্রমেই।
সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, এই মেটানিউমো ভাইরাসই নয়, একই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে আরো বেশ কিছু ভাইরাস। ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে একই সঙ্গে। চীনে জরুরি অবস্থা জারি করার গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তা নিশ্চিত করেনি দেশটি।
মেটানিউমো ভাইরাস সাধারণত ফ্লু-এর মতো লক্ষণ সৃষ্টি করে এবং কোভিড-১৯-এর মতো উপসর্গও দেখাতে পারে। শিশু হাসপাতালগুলোতে নিউমোনিয়া এবং ‘সাদা ফুসফুস’ সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা নজরদারি জোরদার করছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিউমোনিয়া সংক্রান্ত অজানা কারণ শনাক্ত করতে একটি পাইলট পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। শীতকালে শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা অজানা রোগের ক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হবে। চীনের জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ প্রশাসন জানিয়েছে, নতুন সনাক্তকরণ পদ্ধতি পরীক্ষাগারগুলোকে রিপোর্ট করতে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোকে তা যাচাই ও মোকাবিলা করার সুযোগ দেবে। ডিসেম্বরের ১৬ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত, তীব্র শ্বাসতন্ত্র রোগে আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
উত্তর চীনের প্রদেশগুলোতে ১৪ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে মেটানিউমো ভাইরাস সংক্রমণের হার বাড়ছে। একটি সাক্ষাৎকারে, একজন শ্বাসতন্ত্র বিশেষজ্ঞ জানান, হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাসের জন্য কোনো টিকা বা কার্যকর ওষুধ নেই। মূলত প্রতিটি উপসর্গ পর্যালোচনা করে সেগুলো উপশমের ওপর চিকিৎসা করা হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১০মি.

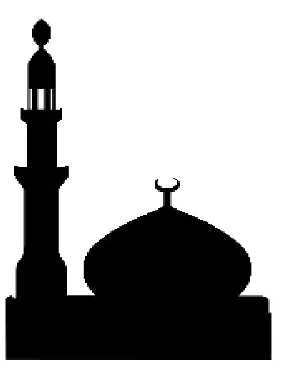

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৮
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৩.২৯	
মাগরিব	৫.১০	
এশা	৬.২৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাপ্রধান অভিযুক্ত

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারির ঘটনায় দেশটির সেনাপ্রধান পার্ক আন-সু ও সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিটের কমান্ডার কেয়াক জং-জিউনকে অভিযুক্ত করেছেন প্রসিকিউটররা। অভিযুক্তরা বর্তমানে কারাগারে আছেন। কারাগারেই তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। দেশটির আইন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে এই দুই সামরিক কমান্ডারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে ।

ট্রাম্প হোটেলের সামনে সাইবারট্রাক বিস্ফোরণ, রহস্যের মোড় নতুন দিকে

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোটেলের সামনে টেসলার একটি সাইবারট্রাক বিস্ফোরিত হয়েছে। এবার সেই ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন রহস্য। বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তি মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সক্রিয় দায়িত্বরত সৈনিক ছিলেন। তার গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে তিনি নিজেকে গুলি করে হত্যা করেন। বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও সাতজন আহত হন। লাস ভেগাস পুলিশ জানিয়েছেন, নিউ অরলিন্সে হামলাকারী সন্দেহভাজনের মতো লাস ভেগাসের বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিও মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কলোরাডোর বাসিন্দা ম্যাথিউ অ্যালান লিভেলসবার্গার (৩৭) ওই গাড়ির চালক ছিলেন। তিনি ওই গাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। পুলিশ আরও জানায়, লিভেলসবার্গারের মৃত্যুর কারণটি একটি স্ব-প্ররোচিত বন্দুকের গুলি।
তিনি নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। নববর্ষের দিনে জ্বালানি ক্যানিস্টার এবং আতশবাজিতে ভরা গাড়িটি বিস্ফোরিত হলে সাতজন আহত হন। তারা সামান্য পরিমাণ আহত হয়েছেন।
লিভেলসবার্গার সেনাবাহিনীর এলিট গ্রিন বেরেটস ইউনিটের সদস্য ছিলেন।

ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার শুরু করলে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিয়েই ছিল এই বৈঠক। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলাইমানির হত্যার পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণসভায় যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কুদস ফোর্সের প্রধান কাসেম সোলাইমানি এবং ইরাকি মিলিশিয়া নেতা আবু মাহদি আল-মুহানদিস। এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যা দেয় ইরান। এই ঘটনার পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ইরানের বিভিন্ন শহরে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজধানী তেহরানে আয়োজিত এক সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে তীব্র সমালোচনা করে তাদের শোষণমূলক আচরণের বিরোধিতা করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোকে শোষণ করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে দাবি করে তাদের পরাজিত করারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সিরিয়ার কুর্দি নেতৃত্বাধীন দলের সঙ্গে আংকারাপন্থীদের সংঘর্ষ, নিহত ২৪

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার উত্তর মানবিজ জেলায় কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৪ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই তুর্কি-সমর্থিত গ্রুপের সদস্য। একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষক গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সহিংসতায় তুর্কি-সমর্থিত ২৩ জন যোদ্ধা এবং এসডিএফ-অধিভুক্ত মানবিজ মিলিটারি কাউন্সিলের একজন সদস্য নিহত হয়েছে।
ব্রিটেনভিত্তিক যুদ্ধ পর্যবেক্ষক জানিয়েছে, মানবিজের দক্ষিণে দুটি শহরে আংকারা সমর্থিত যোদ্ধাদের হামলার মাধ্যমে সর্বশেষ লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল।
তুরস্ক এসডিএফের প্রধান পিপলস প্রোটেকশন ইউনিট (ওয়াইপিজি)-কে ‘জঙ্গি’ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছে।
ওয়াইপিজিকে ওয়াশিংটন এবং আংকারা উভয়ই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।
আরব-সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর মানবিজের চারপাশে লড়াই চলছে।
অবজারভেটরির মতে, ‘যখন মানবিজের দক্ষিণ ও পূর্বে সংঘর্ষ চলতে থাকে, তখন তুর্কি বাহিনী ড্রোন এবং ভারী কামান দিয়ে ওই এলাকায় বোমাবর্ষণ শুরু করে।

প্রথম নজর

সেহারা বাজার মাদ্রাসায় পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে মাওলানা মনসুর পুরী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানের সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুমে এ বছরও খতমে বুখারীর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা রাজ্যের অন্যতম বড় ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত। এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র অধ্যাপক মাওলানা সালমান মনসুর পুরী। তিনি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীর বংশধর।
অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল, যেখানে মাওলানা সালমান মনসুর পুরী খতমে বুখারীর তাৎপর্য নিয়ে বক্তৃতা দেন এবং ছাত্রদের খতমে বুখারীর পাঠ দেন। জুম্মার নামাজের পরে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ দোয়া করেন, যা উপস্থিত সকলকে আবেগাপ্লুত করে।
এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৩৮ জন ছাত্রের সনদ ও পাগড়ি প্রদান। দীর্ঘ ১৪-১৫ বছরের অধ্যয়ন শেষে বুখারী শরীফে উত্তীর্ণ হওয়া এই ছাত্ররা বিদায়ী সংগীত পরিবেশনের সময় আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি করে।
অনুষ্ঠানে মাওলানা আজিজুল হক কাসেমী ও মাওলানা নূর আলমসহ বাংলার বিশিষ্ট আলেমরা উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার চারটি নতুন গেটের মধ্যে 'বাবে কোরআন,' 'মাদানী গেট,' এবং 'বাবে নূর' গেটের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্র, শিক্ষক এবং আগত অতিথিদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়, যেখানে দুই হাজারেরও বেশি মহিলার উপস্থিতি ছিল। মাদ্রাসার সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন জানান, "সেহারাবাজার মাদ্রাসা রাজ্যের সেরা মাদ্রাসাগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে।"
অনুষ্ঠানের সাফল্যে স্থানীয় মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

টোটো পোশাক বদলে হল হুড খোলা 'থার'

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: একসময় ছিল টোটো কিন্তু পোশাক বদলে হয়ে গেল থার। নিমেষে টোটো পরিবর্তন হয়ে পরিণত হলো বহুমূল্য হুডখোলা থার গাড়িতে। কিন্তু এটা সম্ভব কিভাবে? আসলে কথায় আছে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। সেজন্যই রাতারাতি টোটো হয়ে গেলো চারচাকা থার। বিজ্ঞানের যুগে বুদ্ধিকে কাজে লাগালে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় আর সেটাই প্রমাণ করলো ধূপগুড়ির খোলাইগ্রামের এই যুবক। নিজের হাতে তৈরি করলো ব্যাটারি চালিত থার। ধূপগুড়ি ব্লকের খোলাইগ্রামের যুবক জাহির ব্যাটারি চালিত জনপ্রিয় থার গাড়ি বানিয়ে তাক লাগালো। লাল রঙের হুড খোলা মহিন্দ্রা থার গাড়ির আদলে তৈরী করেছে পেশায় টোটো মেকানিক জাহির হুসেন। বছর ২৪ এর যুবক জাহিরের কথায় ছোটোবেলা থেকেই থার কেনার স্বপ্ন ছিলো কিন্তু অভাবের সংসারে কোনোমতে দিন আনি দিন খাই। তাই একটা সময় ধরেই নিয়েছিলাম যে হয়তো কোনোদিন আর দামি থার গাড়িতে চড়তে পারবো না। কিন্তু টোটোর কাজ করতে করতেই একদিন একটা পুরনো টোটোকে নতুন রূপ দেওয়ার ইচ্ছে মাথায় এলো। আর সেই ইচ্ছে থেকে মাথায় এলো থারের আদলে বানানোর। দীর্ঘ প্রায় ছ'মাস ধরে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বিভিন্ন বডি পার্টস কিনে বানিয়েছি এই গাড়িটি। গাড়িটিতে আরাম করে ড্রাইভার সহ ছয়জন বসতে পারবে। বাচ্চা হলে অনায়াসেই ৮ টি বাচ্চা বসতে পারবে এই ইলেকট্রনিক থার গাড়িতে। খলাইগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা পুলক সেন জানান, ক'দিন ধরেই গাড়িটিকে রাস্তায় চলতে দেখছি। খুব সুন্দর ভাবনা এসেছে যুবকের মাথায়। এই ইলেকট্রিক থারটিকে শক্তি যোগাচ্ছে চারটি ব্যাটারি। গাড়ির নির্মাতা জাহির জানান, মাত্র ৩ থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে গাড়িটি ফুল চার্জ হয়ে যাবে। একবার চার্জে এই গাড়ি চলতে পারে প্রায় ৮০ কিমি। গাড়িটির বডি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে "স্টিল"।

মৃত্যুবার্ষিকীতে ভোজ নয়, চিকিৎসা সেবার আয়োজন

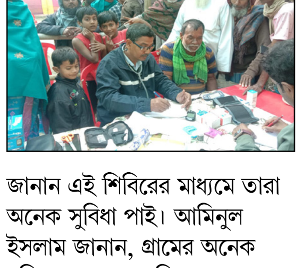

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: মৃত্যুবার্ষিকীতে সাধারণত কাঙালি ভোজহ খাবারের আয়োজন করে থাকে মানুষ। তবে মরহুম ওহাব আলী মন্ডলের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা থেকে শুরু করে সুগার টেস্টের ব্যবস্থা করেছেন তার ছেলে আমিনুল ইসলাম মন্ডল। শুধু রোগী দেখা নয়, দিয়েছেন বিনামূল্যে বিভিন্ন ঔষধ।
জানা গিয়েছে ২০১৯ সালের ৮ ই জানুয়ারি ওহাব আলী মন্ডলের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই প্রতিবছরের মত এ বছরেও তার ছেলে নদীয়ার থানারপাড়া থানার হাইতাপাড়া গ্রামে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেন। স্থানীয়রা জানান এই শিবিরের মাধ্যমে তারা অনেক সুবিধা পাই। আমিনুল ইসলাম জানান, গ্রামের অনেক দরিদ্র মানুষ ওষুধ কিনে খেতে পারেন না, সেই ভাবনা থেকে আমার যতটা সম্ভব অর্থ দিয়ে কেনা ঔষধ ও সারা বছর বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির কাছ থেকে ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে পাওয়া ওষধ জমিয়ে বছরে একবার আমার বাবা মরহুম ওহাব আলী মন্ডল এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করি।

বালুরঘাট হাসপাতালে বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের তরফে এই কর্মবিরতির ডাক দেয়া হয়েছে। সমস্যা সমাধান করা না হলে, লাগাতার এই কর্ম বিরতি চলবে বলেই সাব জানিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। যদিও এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে বলেই জানিয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার।
জানা গিয়েছে, অস্থায়ী কর্মীরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সাফাইয়ের কাজ, নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য গ্রুপ ডি-র কাজ করে থাকেন। একটি এজেন্সি মাধ্যমে কাজ করে থাকেন অস্থায়ী কর্মীরা। ওই এজেন্সির মাধ্যমেই হয় তাঁদের মাস মাইনে। বালুরঘাট সদর হাসপাতালে এরূপ প্রায় ১১৫-১২০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে বর্তমান মাস থেকে আর মিলবে না মাইনে। আর এর ফলে এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতির ডাক দেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন সম্পর্কিত এই সমস্যা সমাধান না করা হলে তাদের এই কর্মবিরতি লাগাতার চলবে বলেই জানান তারা।
এ বিষয়ে অস্থায়ী কর্মী খোকন সরকার জানান, "আমরা বালুরঘাট হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করি।এজেন্সির মাধ্যমে আমরা মাইনে পেয়ে থাকি। তবে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা ঠিকমতো মাস মাইনে পাচ্ছিনা। বর্তমানে এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে আর আমাদের বেতন দিতে পারবে না। আগে অল্প কিছু করে হলেও মাইনে দেওয়া হতো। বর্তমান মাসে থেকে আর বেতন দেয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এজেন্সির তরফে। সরকারের কাছ থেকে এজেন্সির মালিক কোন বিল পাচ্ছেন না। তাই তিনি আমাদের মাস মাইনে দিতে পারছেন না বলেই জানিয়েছেন। আর এরই প্রতিবাদে আমরা কর্ম বিরতিতে সামিল হয়েছি।"
এবিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, "বিষয়টি শুনেছি। চেষ্টা করছি যাতে পরিষেবা ঠিক থাকে। আমরা ঠিকাদারের সাথে আলোচনায় বসবো। যে কারণেই হোক ট্রেজারি অফিস থেকে কিছু বিল পাস হচ্ছে না। আমরা বিষয়টি জেলা শাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়েছি। আশা করছি বিষয়টি দ্রুত মিটে যাবে।"

নারী ও শিশু উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: নারী ও শিশু উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা ও নতুন কন্যাশ্রী যোদ্ধা টিম গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা জয়নাল আবেদীন, শিশু ও নারী কর্মাধ্যক্ষ জেসমিনা বিবি, কন্যাশ্রী যোদ্ধা ব্লক কোঅর্ডিনেটর জাকিরণ বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মুঞ্জুরুল হক প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফ্র্যাটারনিটি মুভমেন্টের নয়া সভাপতি মনোয়ার

বাইজিদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৫ এর শুরুতে রাজ্যের বাছাইকৃত সদস্যদের উপস্থিতিতে রাজ্য অফিস যাত্রাগাছি, নিউ টাউন এ ফ্র্যাটারনিটি মুভমেন্টের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ব্রাদার লুবাইব বাসির এর তত্ত্বাবধানে রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এদিন ফ্র্যাটারনিটি মুভমেন্টের পশ্চিমবঙ্গ শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি মনোনীত হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মনোয়ার হোসেন। পাশাপাশি এদিন বিদায়ী রাজ্য সভাপতি ব্রাদার আরমান আলী নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সভাপতি কে হার্দিক শুভকামনা জানান। ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য সভাপতি জনাব শাহজাহান আলী নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি ব্রাদার মনোয়ার হোসেনকে অভিবাদন জানান।

সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্মদিনে বেগম রোকেয়া স্মরণ হিঙ্গলগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: "নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার'? কবি একদা প্রশ্ন করেছিলেন। নারীর আপন ভাগ্য নারীকেই জয় করতে হবে। শিখিয়েছিলেন সাবিত্রী বাঈ ফুলে। আর বাংলায় এই কাজটিই করেছিলেন বেগম রোকেয়া। নারী মুক্তি আন্দোলনে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।" হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্মদিন উপলক্ষে 'নারী শিক্ষার প্রসারে সাবিত্রী বাঈ ফুলে ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা' বিষয়ে একটি রাজ্য স্তরের আলোচনা সভা উদ্বোধন করে কথাগুলি বলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন। আলোচনা সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক অভিজিৎ কুমার পাল ও হুগলি গভর্মেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম পাত্র। অধ্যাপক পাল বলেন, নারীর শিক্ষা না'হলে সমাজ সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয় না। তাই নারীর শিক্ষায় সাবিত্রী বাঈ ফুলে যে চেষ্টা করেছিলেন তা স্মরণীয়। এছাড়া অধ্যক্ষ পাত্র জানান, বেগম রোকেয়াকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গন পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আলোচনা সভার শুরুতে অতিথিদের প্রদীপ উজ্জ্বলনের সঙ্গে অধ্যাপিকা ঈশিতা দে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা পারমিতা সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজ শিক্ষিকা রূপা সিংহ। সমগ্র আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কিঙ্কর মণ্ডল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলেজের আই.কিউ.এ.সি-র কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক শামীম ভড়, শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক মহঃ গোলাম মার্তুজা, অধ্যাপক সোহেল রানা সরকার, পারমিতা হালদার প্রমুখ। আলোচনা সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী মিলে অন্তত ৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর আবাস নিয়ে তৎপর বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন

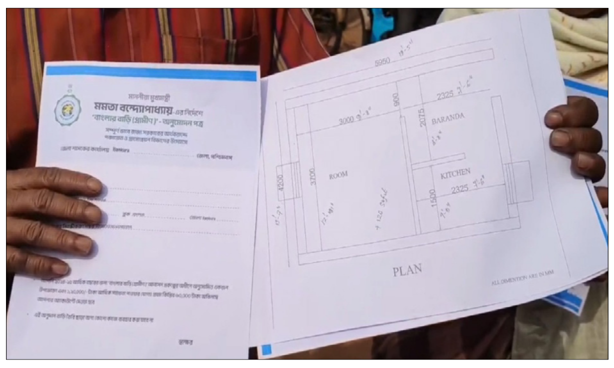

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আবাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা নির্দেশের পরেই তৎপর বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন, রাতারাতি সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতে উপভোক্তাদের ডেকে দেওয়া হল বাড়ির প্ল্যান, দ্রুত প্রথম কিস্তির টাকায় বাড়ি তৈরি করার নির্দেশও। গতকালই প্রশাসনিক সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের করা বার্তা দিয়েছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পে যারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে তারা যাতে দ্রুততার সাথে বাড়ি তৈরি করে এবং তার নজরদারি রাখে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরেই তৎপর বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া ৫৪৬ জন উপভোক্তাকে ডাকা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতে।
তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজ্যের শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয় বাড়ি তৈরি করার প্ল্যান কিভাবে বাড়ি তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে জানানো হয় অতি দ্রুততার সাথে তারা যাতে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করে। তারা জানান প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর বাড়ি তৈরি না করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করছেন কিনা সেই বিষয়েও ক্রমাগত নজরদারি রাখবেন গ্রাম পঞ্চায়েত জানান সলদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিল দে। পাশাপাশি তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরই রাতারাতি সমস্ত প্লেনের প্রিন্ট আউট তৈরি করে রাতের মধ্যেই সকল উপভোক্তাদের পঞ্চায়েতে ডাকা হয়। এবং তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় প্রথম কিস্তির বাড়ি তৈরি করার জন্য।

রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ বোলপুর শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শুক্রবার হাওড়া থেকে বোলপুরগামী কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে এসে পৌঁছালেন বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে। তার সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন রাজ্যের ডিজি রাজিব কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। তাদেরকে স্বাগত জানাতে বোলপুর স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ সহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারীরা। বোলপুর স্টেশন থেকে সোজা সিউড়ি মোহাম্মদ বাজার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চুঁচুড়ায় জেলা শিল্প সম্মেলন

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল জেলা শিল্প সম্মেলন, যার পোশাকি নাম 'সিনার্জি'। এই সম্মেলন রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় আড়াইশো শিল্পোদ্যোগী, রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য এবং অন্যান্য জেলা ও রাজ্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সম্মেলনে জেলার প্রায় আড়াইশো শিল্পোদ্যোগী অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। এর ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন, জেলাশাসক মুক্তা আর্য উদ্যোগপতিদের যে কোনও সমস্যায় জেলা প্রশাসনের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
তিনি বলেন, চুঁচুড়া ও তার আশেপাশে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। শিল্পোন্নয়নে দৃষ্টিভঙ্গি: মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, বড় শিল্পে চার কোটি টাকা লগ্নিতে মাত্র ১ জনের কর্মসংস্থান সম্ভব হলেও, ছোট শিল্পে এই লগ্নি কমপক্ষে ২০ জনের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে।ছোট ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকারের সহযোগিতা এবং পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।
সম্মেলনে শিল্পবান্ধব পরিবেশ এবং প্রশাসনের সহায়ক ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়।
সড়ক পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগীদের সুবিধা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ছোট ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।চুঁচুড়ার এই 'সিনার্জি' সম্মেলন শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের এক সেতুবন্ধন গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। এই ধরনের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নতুন দিশা দেখাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আল ইসলামিয়া একাডেমির সূচনা হল

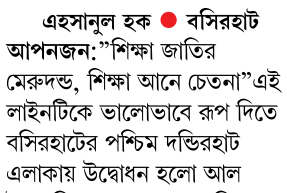

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন:"শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষা আনে চেতনা"এই লাইনটিকে ভালোভাবে রূপ দিতে বসিরহাটের পশ্চিম দন্ডিরহাট এলাকায় উদ্বোধন হলো আল ইসলামিয়া মডেল একাডেমি। উন্নত মানের প্রথম ইংরেজি, বাংলা মিডিয়াম ইসলামিয়া মডেল একাডেমি। এদিন একাডেমির অডিটোরিয়ামে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ছিল এক স্মরণীয় মুহূর্ত, যেখানে স্কুলের নতুন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিরা একসাথে মিলিত হয়ে একাডেমির শিক্ষার নতুন দিগন্তের সূচনা উদযাপন করেন। এর আগে অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর নাশিদ পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালিতিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আলম, একাডেমির সম্পাদক হাফেজ আব্দুল আজিজ মন্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী মুনসুর হাবিব, কার্যকরী সভাপতি ডাক্তার রফিকুল হক,একাডেমি সহ সম্পাদক আরসেদ মোল্যা,সহ সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মোমেন মন্ডল,লিজা আলম সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিন ফিতে কেটে একাডেমির শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং শিক্ষক শাহনওয়াজ আলম সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।

অসুস্থ বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করল সেবাশ্রয়

নকিব উদ্দিন গাজী ● বীর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সেবাশ্রয় নামে প্রকল্প চারু করেছে বিধানসভায়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা তে এই কর্মসূচি হবে প্রথমে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভাতে এই কর্মসূচি ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে , শুক্রবার দিন এই পরিষেবা চলে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভাতে ৪১ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে। ক্যাম্পে আসা রোগীদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য একাধিক বিষয়ে ব্যবস্থা রেখেছে নিশি জি পেশার মাপা ঔষধ সহ একাধিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে শিবালয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসে আশালতা নামে এক বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়ে , সঙ্গে সঙ্গে তার পেশার ও পালস মাপার পর সমস্যা থাকার কারণে তাকে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এদিন এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস ও কাউন্সিলর পূজা সাহা , দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ওই বৃদ্ধার ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার দু'দিনে ৪১ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প থেকে প্রায় ১২ হাজার মানুষ পরিষেবা নেয। এদিন সমস্ত ক্যাম্পে ঘুরে দেখেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার শামীম আহমেদ। এদিন বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বছরের জন্য যে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার এক নব উদ্যোগ নিয়েছে তা মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে সমস্ত ক্যাম্পের মানুষ যারা পরিষেবা নিতে আসছে তাদের যা যা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে তাতে সাধারণ গরিব মানুষ এই স্বাস্থ্য পরিষদে অনেকটাই খুশি এই পরিষেবা ১০ দিন ধরে চলবে বলে জানান বিধায়ক। ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ক্যাম্পে আশা মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ জানাচ্ছে এই ধরনের উদ্যোগকে মানুষ সাধুবাদ জানাচ্ছে।

চাপড়ায় শীত বস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান শিবির

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নওজোয়ান সংঘের ও সীমান্তবর্তী গ্রামে যুবকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। চাপড়া থানার হাটখোলা তারকাটার ওপারে সীমান্তবর্তী গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন গ্রামের যুবকরা।
প্রত্যন্ত গ্রামে যুবকদের উদ্যোগে এই প্রথম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল।সীমান্তবর্তী গ্রামের মহিলারা এই দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মোট ৫০ গ্রামের মহিলা এবং যুবকরা রক্তদান করে।আগামী দিন গ্রামের যুবকরা অসহায় দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন। সীমান্তবর্তী এই গ্রামে প্রথম রক্তদান শিবির শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামের দুঃস্থ অসহায়দের ২০০ পিস শীতবস্ত্র তুলে দেন। গ্রামের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গ্রামের যুবকরা এই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে তারা যাতে সমস্ত মানুষের পাশে থাকে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় এই প্রথম এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

নাবাবিয়া মিশন
এতিম শিশুদের নিজের বাড়ি
NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)
মেধাবী এতিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির
জন্য দ্রুত যোগাযোগ করুন
9732086786
মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান,অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
সেখ সাহিদ আকবর
সম্পাদক, নাবাবিয়া মিশন
মাইনান, খানাকুল, হুগলি, পিন: ৭১২৪০৬

সেই ওলমোই এখন বার্সার গলার কাঁটা

আপনজন ডেস্ক: লা মাসিয়া থেকে উঠে এসেছেন। সেই হিসেবে দানি ওলমো বার্সেলোনার ঘরে ছেলে। অবশ্য ঘরের ছেলেকেই একসময় পর করে দিয়েছিল বার্সা। ১০ বছর ওলমো খেলেছেন ক্রোয়াট ক্লাব দিনামো জাগরেব ও জার্মান ক্লাব লাইপজিগে। তবে গত দুই বছর ওলমো জাতীয় দল ও ক্লাবে যেভাবে আলো ছড়িয়েছেন, তাতে তাঁকে আবারও ফেরানোয় উদ্যোগ নেয় বার্সা। কাতালান ক্লাবটি সফলও হয়। গত বছর গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ৬ কোটি ইউরোয় (৭৫৩ কোটি টাকা) লাইপজিগ থেকে ওলমোকে ফিরিয়ে আনে বার্সা। কিন্তু লা লিগার বেতনসীমা-সংক্রান্ত নীতির শর্তাবলি পুরোপুরি পূরণ করতে না পারায় বার্সার মূল দলে ওলমোর অভিষেক হতে দেরি হয়। লা লিগা কর্তৃপক্ষ সেই সময় তাঁকে শুধু মৌসুমের প্রথমার্ধের জন্য নিবন্ধিত খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করেছিল। বার্সা তখনই বুঝেছিল, মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধ আসতে আসতে আবারও তাদের ঝামেলায় পড়তে হবে।

আজ রাতের মধ্যে বার্সেলোনা টাকা জোগাড় করে যদি ওলমোকে লা লিগায় নিবন্ধন করাতে না পারে, তাহলে এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্রি এজেন্ট (মুক্ত খেলোয়াড়) হয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত শঙ্কাই সত্যি হয়েছে। বেতনসীমা-সংক্রান্ত নীতি পূরণ করতে না পারায় ওলমোকে আর নিবন্ধিত খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করছে না লা লিগা কর্তৃপক্ষ। লিগের আর্থিক সংগতি নীতি অনুযায়ী, মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য একজন খেলোয়াড়কে ৩ জানুয়ারির মধ্যে নিবন্ধন করাতে হবে। কিন্তু করোনার সময় থেকে আর্থিক সংকটে থাকা ক্লাবটির পক্ষে আজকের মধ্যে ওলমোকে নিবন্ধন করানো মোটেও সহজ হবে না। বিষয়টি সুরাহা করতে স্প্যানিশ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বার্সা। ওলমোকে নিবন্ধন করাতে ক্লাবটি আদালতের কাছে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের আবেদন করেছিল। কিন্তু আদালতের রায় তাদের বিরুদ্ধে গেছে। বার্সার আবেদন আদালত খারিজ করে দেওয়ায় লা লিগা কর্তৃপক্ষও ক্লাবটিকে আর সময় দেবে না। এক বিবৃতিতে লিগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'বার্সেলোনা এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যেটির পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া হবে।' সব মিলিয়ে ঘরের ছেলে ওলমো এখন বার্সার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে। মানে, আজ রাতের মধ্যে ক্লাবটি টাকা জোগাড় করে যদি ওলমোকে নিবন্ধন করাতে না পারে, তাহলে এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্রি এজেন্ট (মুক্ত খেলোয়াড়) হয়ে যাবেন। অর্থাৎ, অন্য কোনো ক্লাব ওলমোকে নিতে চাইলে বার্সা বাধা দিতে পারবে না। ছেড়ে দিতে হবে বিনা মূল্যে। ওদিকে লাইপজিগকেও বাকি পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ইউরোপের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওলমোর দলবদল বাবদ বার্সার কাছ থেকে আরও ৪ কোটি ৮০ লাখ ইউরো (৬০২ কোটি টাকা) পাবে লাইপজিগ। এ ছাড়া ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তির সম্পূর্ণ বেতন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রায় একমাস পরে ফিরলেন সামি, সুদীপের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে জিতল বাংলা

আপনজন ডেস্ক: ঝুলিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে হাসি মুখে মাঠ ছাড়লেন সুদীপ কুমার ঘরামি, মহম্মদ সামিরা। হায়দরাবাদে বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ-ই এর ম্যাচে বিহারের মুখে নেমেছিল বাংলা। টস জিতে বিহারকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলার ক্যাপ্টেন। অধিনায়োকচিত ইনিংস উপহার দেন বাংলার নেতা সুদীপ কুমার ঘরামি। তাঁর ১০৭ নট আউট ইনিংস বাংলাকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে। এই ম্যাচে আবার মাঠে ফিরেছেন মহম্মদ সামি। কেমন বোলিং করলেন ভারতীয় তারকা পেসার? ১১ ডিসেম্বর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে শেষ খেলেছিলেন সামি। হাঁটু ফুলে যাওয়ার কারণে কয়েকটা দিন ২২ গজ থেকে দূরে ছিলেন দেশের তারকা পেসার। আজ, মাঠে ফিরলেন বিহারের বিরুদ্ধে। সাকিবুল গনির বিহারের বিরুদ্ধে মহম্মদ সামি ৮ ওভার বল করে ১টি মেডেন দিয়ে ২৮ রান খরচ করেছেন। নিয়েছেন ১টি উইকেট। প্রথমে ব্যাটিং করে ২৩৫ রানে অলআউট বিহার। তিনে নামা পীযুষ সিং করেন সর্বাধিক ৮৯ রান। বাংলার হয়ে ৩টি উইকেট নেন প্রদীপ্ত প্রামানিক। ২টি করে উইকেট মুকেশ কুমার, করণ লালের। মহম্মদ সামির মতো ১টি করে উইকেট নিয়েছেন সায়ন ঘোষ ও কৌশিক মাইতি।

২৩৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে অভিষেক পোড়েল ও সুদীপ কুমার ঘরামির ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১১১। অভিষেক করেন ৫৩ বলে ৫৫ রান। অধিনায়ক সুদীপ শেষ অবধি ১২৮ বলে ১০৭ অপরাজিত থাকেন। সুমন্ত গুপ্ত করেন ৩০ রান। করণ লাল ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৪৫ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে বাংলার জয়।চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ-ই এর শীর্ষে বাংলা। ৫ ম্যাচ খেলে এখনও অবধি ৪টিতে জিতেছেন সুদীপ কুমার ঘরামিরা। আর একটি ম্যাচ নিষ্ফলা। বাংলার পয়েন্ট ১৮। নেট রানরেট +০.৭৭১।

হায়দরাবাদকে হেলায় হারিয়ে শীর্ষে থেকে বছর শুরু মোহনবাগানের

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছরের শুরুটা দুর্দান্ত মোহনবাগানের। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করল শীর্ষে থাকা সবুজ মেরুন। মরসুমের শুরুটা স্বস্তির না হলেও মোলিনার কোচিংয়ে ধীরে ধীরে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। গত ম্যাচের পরই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ঘোষণা করেছিলেন, এই ম্যাচ বিনামূল্যেই গ্যালারিতে বসে দেখতে পারবেন সমর্থকরা। নতুন বছরের উপহার। আর হাউসফুল যুবভারতী যে কোনও প্রতিপক্ষর স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে এ আর নতুন কী! ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ এফসিকে হেলায় হারিয়ে বছর শুরু। একটাই আপশোস, স্কোর লাইন আরও বড় হতে পারত। হাউসফুল যুবভারতী। বিশাল গর্জন। সবুজ মেরুনের অনবদ্য ফুটবল। স্কোরলাইন ৩-০। কামিংসদের দাপুটে ফুটবলে ব্যবধান ঠিক কত হতে পারত, এ যেন কল্পনার বাইরে। খেলা শেষে ম্যাচের সেরা মোহনবাগানের উইঙ্গার লিস্টন কোলাসো স্বীকার করে নিলেন, আরও গোল করা উচিত ছিল তাঁদের। তবে স্কোর লাইন যে মোহনবাগানের অনবদ্য পারফরম্যান্সকে বিচার করছে না, পরিষ্কার বলাই যায়। ম্যাচের ৯ মিনিটে লিস্টনের উইথ দ্য বল রান, বাঁ দিকে সাহালকে গুছিয়ে দেন। সাহাল গোলে শট নিলেও তা গোলরক্ষকের হাতে। যদিও হায়দরাবাদ এফসির তাতে কোনও লাভ হয়নি। ফিরতি বল ক্লিয়ার করার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। তাড়াহুড়োয় বড় ভুল, নিজেদের জালেই বল ঢোকান স্টেফান স্যাপিক। প্রথমার্ধে শেষ দিকে আরও একটি গোল। লিস্টন কোলাসোর ক্রস, ডাইভিং হেডারে গোল টম অ্যালড্রেডের। যদিও এই গোল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তোলেন। রেফারি তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর গোলের সিদ্ধান্ত দেন। ২ মিনিট কেন নষ্ট করা হল, এই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। রিপ্লে-তে পরিষ্কার দেখা গিয়েছে, না কোনও অফসাইড, আর হ্যান্ডবলের তো সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার জো নেই হায়দরাবাদ ফুটবলারদের। ৫০ মিনিটেই স্কোর লাইন ৩-০ করেন কামিংস। ম্যাকলারেনের পারফেক্ট পাস, পারফেক্ট ফিনিশ জেসনের। ফের একবার ব্যক্তিগত ভুলের খেসারত হায়দরাবাদের। মোহনবাগান এ দিন মাত্র তিনটি গোল করলেও সুযোগ তৈরি হয়েছে একঝাঁক। ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। নয়তো বিশাল স্কোর লাইন হতে পারত। এরপর ১১ জানুয়ারি কলকাতা ডার্বি। যদিও বড় ম্যাচ নিয়ে নিরুত্তাপ মোহনবাগান কোচ মোলিনা। পরের ম্যাচ নিয়ে কী ভাবছেন? মোলিনার পরিষ্কার জবাব, 'আমি আমার কাজ করব, যেমন অন্য ম্যাচের আগে করি। প্লেয়ারদের রেডি করব। কারও চোট রয়েছে কি না, কী পরিস্থিতি এসব নিয়ে ভাবব। আর কী!'

হাইল্যান্ডার'দের মাটিতে নামাল মহামেডান

মোস্তাফিজুর রহমান ● গুয়াহাটি

আপনজন: হোক না ১ পয়েন্ট! প্রথম একাদশের একাধিক খেলোয়াড় ছাড়া বিপক্ষের ডেরায় গিয়ে এই একটা পয়েন্ট মহামেডানের নৈতিক জয়ের সামিল।

শুক্র সন্ধেয় আসামের গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে মহামেডান যে লড়াই দিয়েছে,তা এককথায় অনবদ্য। ম্যাচের সেরা ওগিয়েরকে বাছা হয়েছে।যদি ইরশাদ বা সামাদ আলি মল্লিক পেতেন, সেটাও অন্যায্য হত না।

এদিন প্রথম থেকেই ডিফেন্স জমাট করে খেলতে শুরু করে মহামেডান।কারনটা হয়তো মেহরাজউদ্দিনের অন্তর্ভুক্তি! কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবলে ম্যাচের প্রথমার্ধে বিপক্ষের ভুলে সোনার সুয়োগ হাতছাড়া করেন রেমসাঙ্গা । শিশিরে পিছলে পড়ে গিয়ে মহামেডানের তিন পয়েন্টের স্বপ্ন যেন ওখানেই খানখান করে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে নর্থইস্ট

মহামেডান স্পোর্টিং -০। নর্থইস্ট ইউনাইটেড -০।

আক্রমণ চালালেও মহামেডানের দুর্ভেদ্য রক্ষন ভেদ করতে পারেনি আলাদিন আজেরাইরা।মূলতঃ হাইল্যান্ডারদের চালিকাশক্তি আলাদিনকে বোতলবন্দী করে ফেলেন সামাদ আর ইরশাদ।আর তাতেই জারিজুরি শেষ জন আব্রাহামের টিমের।

সেকেন্ড হাফে ফ্রাঙ্কার মাঠে আসাটা মহামেডানের পক্ষে টনিকের কাজ করে।দ্বিগুন উৎসাহে তেড়েফুঁড়ে খেলেও গোলের দেখা পায়নি সাদাকালো ব্রিগেড।

ম্যাচের শেষদিকে অ্যালেক্সিসকে বক্সে ফাউল করা হলেও রেফারি এড়িয়ে যান। ফলে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আন্দ্রে চের্নিশভের ছেলেদের।

মেসি-রোনাল্ডো-নেইমাররা এবার কোন ঠিকানায়!

আপনজন ডেস্ক: দলবদলের বাজারে নেলসন ম্যান্ডেলার বিখ্যাত একটি মন্তব্য প্রায়ই উচ্চারিত হয়-'শুধু মুক্ত মানুষই আলোচনায় বসতে পারে, বন্দীরা কখনো চুক্তি করতে পারে না।' ক্লাব ফুটবলের জগতে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়েরা একেকজন বন্দীর মতো। চুক্তির মেয়াদ শেষ ছয় মাসে ঢোকার আগে অন্য কোনো ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি বহুদূর, দলবদলের আলোচনাই করা যায় না। চুক্তির শেষ অর্ধবছর তাই ফুটবলারদের জন্য 'বাক্‌স্বাধীনতা' ফিরে পাওয়ার সময়। নতুন ঠিকানা খুঁজে নেওয়ার সময়।

প্রতি দলবদল মৌসুমেই কিছু না কিছু খেলোয়াড়ের জন্য এমন সময় এলেও ২০২৫ হতে যাচ্ছে বিশেষ বছর। এ বছরই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে একগাদা নামী ফুটবলারের। যে খেলোয়াড়দের ভিড়ে লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, নেইমার থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সালাহ, কেভিন ডি ব্রুইনা, ভার্জিল ফন ডাইকের মতো বড় সব নামও আছে। ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো, ৩৭ বছরের মেসি আর ৩২ পেরোনো নেইমারদের কেউই এখন ইউরোপীয় লিগে খেলেন না। সম্ভাব্য পরবর্তী ক্লাবের নাম হিসেবে শীর্ষ পাঁচ লিগের আলোচনাও জোরালো নয়। তবু নামগুলো রোনাল্ডো, মেসি, নেইমার বলেই কৌতূহল অনেকের। সৌদি প্রো লিগে খেলা রোনাল্ডোর চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে জুনে। এই মুহূর্তে ফুটবলে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া (২০ কোটি ইউরোর বেশি) এই তারকা ফরোয়ার্ড চুক্তি নবায়ন করবেন কি না, এখনো স্পষ্ট নয়। গত মাসে দুবাইয়ে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডে ভবিষ্যৎ প্রশ্নে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী শুধু বলেছেন, 'আগামীতে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে।'

জিজ্ঞেস করলে একই কথা হয়তো মেসিও বলবেন। ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া আর্জেন্টাইন তারকার চুক্তি আছে ২০২৫ এমএলএস পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের লিগটি ইউরোপ বা সৌদি আরবের মতো জুলাই-জুন চক্রে চলে না, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়ে নভেম্বরে শেষ হয়। মেসির চুক্তিও ওই পর্যন্তই। ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে 'মনের আনন্দে খেলে যাচ্ছি' বলে চলা মেসি ২০২৬-এও মায়ামিতে আনন্দের খোঁজে থাকবেন কি না, আপাতত তা অজানা। ট্রান্সফার মার্কেটে যাঁর দাম দেখাচ্ছে ২ কোটি ইউরো, সেই মেসিকে অবশ্য আগামী বছরও রেখে দিতে চান ইন্টার মায়ামির সহ মালিক জর্জ ম্যাস। সামনের বছর সেখানে ফিফা বিশ্বকাপ আছে বলে মেসি হয়তো থেকেও যেতে পারেন।

জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ৫২ টি পদক এল মুর্শিদাবাদে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: উত্তরপ্রদেশে আয়োজিত জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ৫২ টি পদক পেয়ে জেলা ও ইনস্টিটিউটের নাম উজ্জ্বল করলো মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের পলসন্ডার দ্যা স্কুল অফ ক্যারাটে ছাত্রছাত্রীরা। প্রশংসিত বিভিন্ন মহল থেকে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল ২২তম সারা ভারত আন্তঃবিদ্যালয় এবং সিনিয়ার ক্যারাটে ফেডারেশন কাপ । জাতীয় এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনে ১৭ টি রাজ্যের সিনিয়র ৯৫ জন ও দ্বিতীয় দিনে জুনিয়র ৬৭ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের পলসন্ডার দ্যা স্কুল অফ ক্যারাটে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। বরাবরের মতো এবারও উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছাত্র-ছাত্রীদের। ৫২ টি পদক পেয়ে নজর কাড়ে সকলের।

স্কুল সুত্রে জানা যায় ২৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই ফেডারেশন কাপে। ২৮ জন বিভিন্ন বিভাগে ৫২ টি পদক পায়। ১৫ টি গোল্ড, ১৮ টি সিলভার এবং ১৯ টি ব্রোঞ্জ। ছাত্রদের এমন সাফল্যে খুশির হাওয়া স্কুল জুড়ে। এ বিষয়ে আপনজনের মুখোমুখি হয়ে কোচ সেন্সই হজরত আলী মল্লিক তার ক্যারাটে স্কুলের খেলোয়াড়দের সার্বিক সফলতায় অত্যান্ত খুশির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন- প্রত্যান্ত গ্রাম থেকে প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের উপযুক্ত পারদর্শী করে তুলে জেলা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার আমার উদ্দেশ্য। এছাড়াও আগামীতে এশিয়ান, কমনওয়েলথ, ডাব্লু কে এফ ও অলিম্পিক ৩৬ এ অত্যান্ত গ্রাম থেকে খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন।

কোহলির আউট নিয়ে নয়া বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: মেলবোর্ন টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের আউট নিয়ে বিতর্কের রেশ শেষ হতে না হতেই আরেক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সিডনি টেস্টের প্রথম দিনের ৮ম ওভারে স্কট বোল্যান্ডের প্রথম বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে দেন কোহলি। স্টিভেন স্মিথ ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি তালুবন্দি না করে ওপরে ছুড়ে দেন। গালি অঞ্চলে মারনাস লাবুশেন সেটি তালুবন্দী করেন। দুর্দান্ত এই ক্যাচের পর আউটের আনন্দে মেতে ওঠেন অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডাররা। সন্দেহ প্রকাশ করে মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকেন কোহলি। মাঠের আম্পায়ার সিদ্ধান্তের জন্য তৃতীয় আম্পায়ার জোয়েল উইলসনের কাছে পাঠান। বিভিন্ন কোণ থেকে রিপ্লে দেখে কোহলিকে নটআউট ঘোষণা করেন তিনি। স্মিথ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে বল তোলার আগে সেটি মাটিতে স্পর্শ করেছে মত দেন উইলসন। কোহলি বেঁচে যান ০ রানে। তবে স্টিভেন স্মিথ 'শতভাগ' নিশ্চিত যে তিনি ক্যাচটি ধরার সময় হাতটা বলের নিচে ছিল। স্মিথ ফক্স স্পোর্টসকে লাঞ্চ ব্রেকের সময় বলেন, 'শতভাগ নিশ্চিত ওটা ক্যাচ ছিল। অস্বীকার করার সুযোগই নেই। এক শ ভাগ ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারেরই।' ফক্স স্পোর্টসের ধারাভাষ্যে থাকা মার্ক ওয়াহ ও অ্যালান বোর্ডারও ক্যাচের পক্ষে কথা বলেছেন। ওয়াহ যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আউট ছিল। বল ঘাসের খুব কাছাকাছি ছিল। কিন্তু সে (স্মিথ) আঙুল দিয়ে আগেই তুলে নিয়েছে।' একই কথা বলেছেন বোর্ডারও, 'ব্যাপারটা আপনি দু ভাবে দেখতে পারেন। একটা হচ্ছে চোখের সৌন্দর্য। আমার মতে যে প্রমাণ দেখা যাচ্ছে, তাতে স্মিথের আঙুল বলের নিচেই ছিল।' তবে ইংল্যান্ডেরই ধারাভাষ্যকার নিকোলাস ও ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান নটআউটের পক্ষে। নিকোলাসের ভাষ্য ক্যাচ হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইরফান পাঠানও যার পুনরাবৃত্তি করেছেন এক্সে, 'কোহলিকে সঠিকভাবেই নটআউট দেওয়া হয়েছে।' শূন্য রানে বাঁচলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি কোহলি। ৬৯ বলে ১৭ রান করে ওই বোল্যান্ডের বলেই স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন তিনি।

দিনরাতের ফুটবল প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: ২৮ তম বর্ষ ১৬ দলীয় দিন রাতের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো দেগঙ্গার চৌরাশি শান্তির সংঘের পরিচালনায়। চৌরাশিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে সোহাই ইউনাইটেড। খেলার ফাইনাল গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। এরপর টাইব্রেকার ৩-৩ গোলে শেষ হওয়ার পর সোহাই ইউনাইটেড টসে সাহিদ গ্লাস সেন্টার মাটিকুমরাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন হয়ে নগদ ১ লক্ষ টাকা এবং ৬ ফুটের একটি ট্রফি পায় সোহাই ইউনাইটেড। রানার্স সাহিদ গ্লাস সেন্টার নগদ ৮০ হাজার টাকা এবং ৫ ফুটের একটি ট্রফি পায়। ৩ য় এবং ৪ র্থ স্থান পায় বেলেঘাটা ক্লাব এবং ইফা ফ্যাশন বেড়াচাঁপা। তাদেরকে দেওয়া হয় ট্রফি।সর্বোচ্চ গোলদাতা ও ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন সোহাই ইউনাইটেডের মার্টিন। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন সাহিদ গ্লাস সেন্টারের মুন্না। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন সাহিদ গ্লাস সেন্টারের মোস্তাকিন। দিনরাতের এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, মধ্যমগ্রাম পুরসভার পৌরপ্রধান নিমাই ঘোষ, পারভিন সুলতানা সহ আরও অনেকে। প্রচুর দর্শক দিনরাতের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

গোপীনাথপুর মাধবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর খসড়া ভোটার তালিকা ও নির্বাচন নির্ঘন্ট ঐ সমিতির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়েছে। এরপর নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র ঐ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

শুভদীপ কোঙার
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
তারিখ: ৪/০১/২০২৫

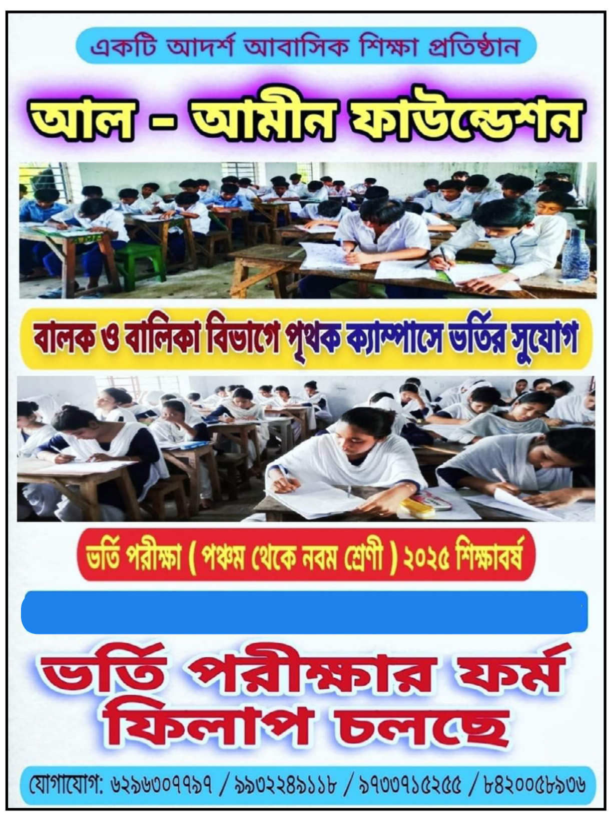

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রুপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়। হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে।আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
- আরবি বিভাগ- আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র।যার নাম মদিনা মিশন।

সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**